জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

চন্দ্রিমার প্রতিবাদ

ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের বৈঠকে কেন্দ্রের বরাদ্দ বঞ্চনা নিয়ে সরব হলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে ২,৩৩০ কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া হয়নি। প্রকল্প বন্ধ করলেও বাংলার বকেয়া দেয়নি কেন্দ্র

সরছে নিম্নচাপ

ঝাড়খণ্ডের দিকে ক্রমশ সরছে নিম্নচাপ। কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় কমবে বৃষ্টি। তবে আগামী সপ্তাহ থেকে আবার দুর্যোগের আশঙ্কা। একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

মুখ পুড়ল বিজেপির, ১০ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে খারিজ হল মামলা

ওড়িশায় আটক বাংলার শ্রমিক কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ কোর্টের

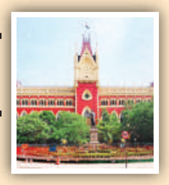

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৪৮ ● ১১ জুলাই, ২০২৫ ● ২৬ আষাঢ় ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 48 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 11 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

পুজোর পর যেতে পারেন ভূস্বর্গে

কাশ্মীরের নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন্দ্র, ওমরকে পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : কাশ্মীরে পর্যটকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন্দ্র। সীমান্ত সুরক্ষায় তাদের আরও নজর দেওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার নবান্নে বৈঠকের পর ওমর আবদুল্লাকে পাশে নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পহেলগাঁও হামলার পর জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুই নেতাই জানান, কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভবিষ্যতে শিল্প, পর্যটন ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

নবান্নে ওমর আবদুল্লাকে উত্তরীয় পরিয়ে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হানার পর জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটন ব্যবসা মার খেয়েছে। প্রভাবিত হয়েছে ভাবমূর্তি। সেসব ঝেড়ে ফেলে জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটন ক্ষেত্রকে ফের চাঙ্গা করতে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওমর আবদুল্লা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাশ্মীর সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা চাই, বাংলার মানুষ আরও বেশি কাশ্মীর ভ্রমণে আসুন। তাঁদের সমস্তরকম নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, শিল্প ও পর্যটনের ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের মধ্যে যৌথভাবে কাজের পথ খোলা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি ওমরজির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। পুজোর পর কাশ্মীর যাব। নিরাপত্তা নিয়ে ওমরজিই আশ্বস্ত করেছেন। সীমান্ত সুরক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। (এরপর ১২ পাতায়)

শিল্পান্নের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মন্ত্রী ও আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার।

চর্ম-কুটিরশিল্প একছাদে শিল্পান্ন উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে পথচলা শুরু করল 'শিল্পান্ন'। আলিপুরে এক ছাতার তলায় চর্ম ও কুটিরশিল্পের সমাহার। যেখানে ৪৬টি স্টলে পাওয়া যাবে গ্রাম-বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সবকিছু। বৃহস্পতিবার একঝাঁক মন্ত্রী-বিধায়ক-শিল্পপতির উপস্থিতিতে পথচলা শুরু করল শিল্পান্ন। গোটা রাজ্য জুড়েই হবে এই ধরনের শপিংমল। যাতে দুটি ফ্লোর আলাদা করে রাখা থাকবে এ-ধরনের হস্তশিল্প-কুটিরশিল্পের সম্ভারের জন্য। উদ্বোধনের পর শিল্পান্ন ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানের আগে 'অভিন্ন' বলে একটি সম্ভার উদ্বোধন করেন যা কিনা জেলবন্দি মহিলা আবাসিকদের তৈরি হস্তশিল্পের সম্ভার। সেখান থেকে কিনেছেন আবাসিকদের তৈরি চিঁড়ে-মুড়ি ও দুটি বাঁশি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। এডিজি আইন-শৃঙ্খলা, এসটিএফ প্রধান, এসএসকেএমের প্রিন্সিপাল, সিকিউরিটি চিফ

শিল্পান্ন ঘুরে দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুত্বপূর্ণ আমলাদের জন্য একটি ক্যাম্প অফিসের উদ্বোধনও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই আলিপুরে মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিও থাকেন। কোনও এমার্জেন্সিতে প্রয়োজন হলে সকলকে একসঙ্গে দ্রুত পাওয়া যাবে। তাই এই ব্যবস্থা। এদিন ১৪টি বাংলার শাড়ির আউটলেটও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ত্রাস

সার্সের থেকেও অতি বড় সার্স
সন্ত্রাস-সন্ত্রাস!
অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার কুৎসিত
ত্রাস-ত্রাস-ত্রাস।।

অদৃষ্ট থেকেও নিষ্ঠুর অদৃষ্ট
নিঠুর পরিহাস
দুর্ভিক্ষের থেকেও বড় দুর্ভিক্ষ
দুর্ভিক্ষের অভিলাষ।।

মহামারীর থেকেও বড় মহামারী
মহামারীর বাতাস
হায়রে কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি
ব্যথার অবকাশ।।

সময়ের থেকে বেশি দুঃসময়
বিপদ-পূর্বাভাস!
মিথ্যা থেকেও অতীব মিথ্যা
মিথ্যা আশ্বাস!

দুর্গম থেকেও অতি দুর্গম
বন্যার জলোচ্ছ্বাস
অগ্নির চেয়েও ভয়াবহ আগুন
উদ্যম বাতাস।।

সীমারেখা যদি লঙ্ঘিত হয়
জন্মে অবিশ্বাস
রক্তর হোলি রক্তিম সন্ত্রাস
হোক তব শেষ নিঃশ্বাস।।

কমিশনকে সুপ্রিম-বার্তা

আধার-রেশন কার্ড দিয়ে হবে নির্বাচন

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ শুনানির পর কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, নিবিড় ভোটার তালিকার সংশোধন চলার সময় আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ভোটাধিকারের স্বার্থে বিষয়টি কমিশনকে বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যদি তা করা না হয়, কেন করা হল না, তার জবাব পেশ করতে হবে কমিশনকে। মামলার পরের শুনানি ২৮ জুলাই। জবাব পেশ করতে হবে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। (এরপর ৬ পাতায়)

বসন্তকুঞ্জে বাঙালিদের জল-আলো বন্ধ

হচ্ছেটা কী? ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন দিল্লির বিজেপি সরকারকে

প্রতিবেদন : বিজেপি প্রমাণ করেই চলেছে, তারা ঘোর বাংলা-বিরোধী। ভিনরাজ্যে বাঙালি খেদাও তো চলছেই, সেইসঙ্গে এবার যে কীর্তি করল বিজেপি সরকার, তা ক্ষমা করবে না বাঙালি। দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকার 'জয় হিন্দ কলোনি'-তে বাঙালি শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যে 'দমনমূলক' পদক্ষেপ নেওয়া হল, তার বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

বলেন, এই ভয়ঙ্কর হেনস্থার ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও বিচলিত। ওই কলোনি মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের বাঙালি (এরপর ১২ পাতায়)

সেপটিক ট্যাঙ্কে উদ্ধার দেহ

ধর্ষণ করে খুন, তিন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড

প্রতিবেদন : জলপাইগুড়িতে নাবালিকা গণধর্ষণ-খুনে ৩ জনের ফাঁসি। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত ৩ জনকে ফাঁসির নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ১০ অগাস্ট জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের এক নাবালিকা স্কুলছাত্রী রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ১১ অগাস্ট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাঁর পরিবারের লোকজন। তদন্তে নেমে ছাত্রীর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে কিশোরীর পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। (এরপর ১২ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৯৮৫

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৯২০-১৯৮৫)

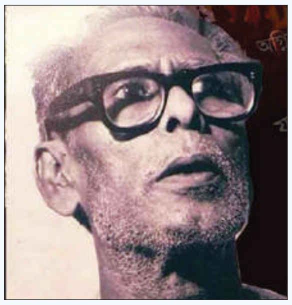

এদিন মারা যান। কবি। তাঁর কবিতায় ভাষিত হয়েছে সমগ্র দুনিয়ার প্রতারিত মানুষের বেদনা, মানবতা-বিরোধী ঘটনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ তীব্র-প্রতিবাদ। অন্যদিকে রোম্যান্টিকের মতো সমাজজীবনের সুন্দর স্বপ্নকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রেখেছেন।

১৮২৩

ভারতে তৈরি প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ

'ডায়না' আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে।

২০০৩

ভীষ্ম সাহানি

(১৯১৫-২০০৩) এদিন প্রয়াত হন। 'তমস'-এর স্রষ্টা। অভিনেতা-নির্দেশক হিসেবেও সুপরিচিত ভীষ্ম ছিলেন বলরাজ সাহানির অনুজ।

১২৭৪

রবার্ট ব্রুস

(১২৭৪-১৩২৯) এদিন জন্ম নেন। স্কটল্যান্ডের রাজা। স্কটল্যান্ডকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করেন।

২০০৬

মুম্বইয়ের ট্রেনে সাতটি বিস্ফোরণ।

নিহত ২০৯ জন। আহত ৭০০-র বেশি। বিস্ফোরণের জন্য সন্ত্রাসবাদীরা প্রেসার কুকার বোমা ব্যবহার করে।

১৯৭৯

আমেরিকার প্রথম স্পেস স্টেশন

স্কাই ল্যাব ভেঙে পড়ল ভারত মহাসাগর ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বুকে। এই ঘটনার ছায়ায় ২০২১-এ তৈরি হয়েছে তামিল ছবি স্কাইল্যাব, যেখানে তেলেঙ্গানার একটি গ্রামে স্পেস স্টেশন ভেঙে পড়ার কাহিনি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

১৮০৪

ডুয়েল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন

দুই মার্কিন রাজনীতিক, সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট আরন বার ও প্রাক্তন রাজস্ব সচিব আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। এই দ্বৈত যুদ্ধে হ্যামিল্টন নিহত হন।

১৯২১ আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে

দশম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফট। এর আগে তিনি সেদেশের ২৭তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এখনও পর্যন্ত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি আমেরিকায় যিনি দুটি শীর্ষ পদের দায়িত্ব সামলেছেন।

পার্টির কর্মসূচি

জয়নগরে শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে অমর ২১ জুলাই ধর্মতলা চলোর সমর্থনে প্রস্তুতিসভা। জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক ও মতিউর শেখদের আয়োজনে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

২১ জুলাইয়ের সভায় ডাক দিয়ে মিছিল করল জেলা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন ইংরেজবাজার ও ওল্ড মালদহ ব্লক কমিটির উদ্যোগে ২১ জুলাইয়ে ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে প্রচার ও প্রস্তুতির চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মিছিল করা হয়। উপস্থিত ছিলেন চিরঞ্জীব মিশ্র, সুদীপ্ত দাস, মধুসূদন পাণ্ডে, শর্মিষ্ঠা দে সরকার, প্রদীপ চক্রবর্তী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৩৯

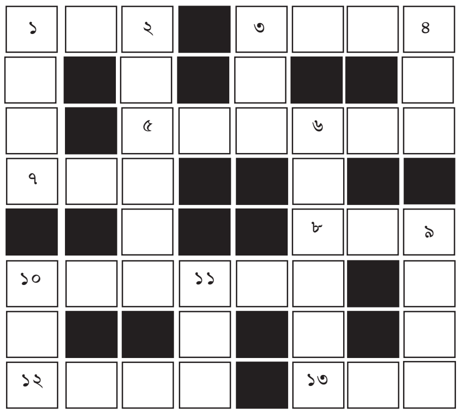

পাশাপাশি : ১. ধার্যসময় ৩. হিসাব-পরীক্ষক ৫. নবমল্লিকা ৭. অন্যপক্ষে বা পক্ষান্তরে ৮. নৃপতি, রাজা ১০. অদ্ভুত ১২. বিখ্যাত বৃহদাকার কামান ১৩. তারা।

উপর-নিচ : ১. বিদ্যুৎ ২. নিপুণ তাঁতি ৩. অপ্রসিদ্ধ ৪. রাত্রি, নিশা ৬. ব্যবসায়ে থাকবেই ৯. চাষের জমি ১০. খণ্ড, অংশ ১১. মাটি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৩৮ : পাশাপাশি : ১.গর্ভদাস ৩. ফট্‌কা ৫. খতো ৬. টক্কর ৮. তীর ১০. চড়াই ১১. সম্বাধ ১৩. জবা ১৫. ময়লা ১৮. ছক ১৯. ভালাই ২০. হরিবোল। **উপর-নিচ :** ১. গর্ভবতী ২. দাপট ৩. ফটো ৪. কাছা ৫. খরচ ৭. সাইজ ৯. রসম ১২. ধমক ১৪. বাগ্‌জাল ১৬. লাহারি ১৭. আভা ১৮. ছই।

১০ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭০০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১০৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১০৭৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৫১	৮৫.২৩
ইউরো	১০১.৫৮	৯৯.৮৮
পাউন্ড	১১৭.৭১	১১৫.৭৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শ্রদ্ধা কাপুর

■ নুসরত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আলিপুরে শিল্পান্ন উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী ■ লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

ক্ষুদ্রশিল্পে বাংলা একনম্বর

রাজ্যের প্রান্তিক মানুষকে নির্ভরতা দিচ্ছে সরকার

প্রতিবেদন : শুধু বৃহৎ শিল্প নয়, ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্পেও এখন এগিয়ে বাংলা। যাদের একটা সময় ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি, বাংলার সেই প্রান্তিক মানুষগুলি ও তাঁদের কাজকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য থেকে রাজ্যের নিজস্ব টেক্সটাইল শিল্পকে কাজে লাগিয়ে একদিকে বিপুল কর্মসংস্থান ও আর্থিক নিশ্চয়তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার শিল্পান্ন উদ্বোধনের মঞ্চে তিনি বলেন, ৫ কোটি মিটার কাপড় রাজ্য থেকে নেওয়া হয়। সরকারি স্কুলগুলির বাচ্চাদের স্কুলড্রেস তৈরি হয়। এছাড়া তাঁত শিল্পে এখনও পর্যন্ত ৩২০০ শিল্পী যুক্ত রয়েছেন। এঁদের জন্য তৈরি হয়েছে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার শ্রমদিবস। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের ৬৬০টির বেশি ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। এমএসএমইতে বাংলা এখন এক নম্বরে। রাজ্যে প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাজ্যে ৯০ লক্ষের বেশি ইউনিট তৈরি হয়েছে। ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ কাজ করেন এসব ক্ষেত্রে। এদিন শিল্পপতি রুদ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডায়াবেটিকদের জন্য নতুন পদ্ধতিতে একটি চা তৈরির অভিনব পন্থাও বাতলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পেয়ারা পাতা নিয়ে তাকে কুচি করে কেটে ভাল করে ধুয়ে গরম জল-লেবু সহ (বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে) একরকমের বিশেষ চা তৈরি হতে পারে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসভ্যতা

বাংলা এবং বাঙালিদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি সরকার। মূলত বিজেপি রাজ্যগুলি নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতে উঠেছে। শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্র থেকে। বাংলাভাষী শ্রমিকরা সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও জনাছয়েক শ্রমিককে নাগরিক নয় এই তকমা লাগিয়ে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকার এই অন্যায় কাজের বিরোধিতা করে তাঁদের ফিরিয়ে এনেছিল। এরপর ঘটনা ঘটেছে গুজরাতে, রাজস্থানে, অসমে, বিহারে, দিল্লিতে। একের পর এক বিজেপি রাজ্য। অসমে ন্যক্কারজনক ঘটনা। সেখানে প্রায় ২০০টি পরিবারের বাড়ি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। এরপর তাঁদের অসম ছাড়তে বলা হল। এ তো একেবারে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার উদাহরণ। দেশের মানুষকেই দেশ থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। বিজেপির শাসনে এক নতুন দিক উঠে এসেছে এই ঘটনা থেকে। দিল্লিতে আর এক অমানবিক কাণ্ড ঘটল। দিল্লির বসন্তকুঞ্জে বহু বাঙালি থাকেন। সেই বাঙালিদের অধিকাংশই কোচবিহারের আদি বাসিন্দা। তাঁদের শায়েস্তা করতে বিজেপি আলো আর জল বন্ধ করে দিল। আইন অনুযায়ী কোনও সরকার, কোনও সংগঠন কোনও মানুষের জল এবং আলো বন্ধ করতে পারে না। অথচ দিল্লিতে বিজেপির সরকার, দিল্লিতে কেন্দ্রের কেষ্ট-বিষ্টুরা থাকেন। তাঁদের উপস্থিতিতে বাংলা এবং বাঙালির উপর এই নিপীড়ন চলছে। সবটা পূর্বপরিকল্পিত। বাংলাকে শায়েস্তা করতে না পেরে ঘুরপথে রাজনৈতিক অসভ্যতা চলছে। বাংলার মানুষ ২০২৬-এর ভোটে এই অসভ্যতার জবাব দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

আর কত চমক দেবেন!
আর কত চালাকি করবেন!

মোদিজিকে সোজা কথাটা সোজাভাবে জিজ্ঞেস করছি। আর কত চমক দেবেন? আর কত চালাকি করবেন? আর কত চমক আর চালাকির ফল ভুগব আমরা? মোদি সরকারকে ছাড়তে হবে চমক আর চালাকির রাজনীতি। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে, গালভরা বুলি আওড়ানো ছেড়ে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' স্লোগানেই হতে হবে আন্তরিক। ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে তিনি লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) ঘোষণা করেন। দেশজুড়ে প্রকল্পটির রূপায়ণ শুরু হয় সে-বছরই ২৮ আগস্ট। উদ্বোধনের দিনই দেড় কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। দাবি করা হয় যে, আর্থিক ক্ষেত্রে নাগরিকের অন্তর্ভুক্তির এটাই বিশ্বের বৃহত্তম উদ্যোগ! পরবর্তী এক দশকে (৭ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত) মোট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ৫৫ কোটি ২ লক্ষ। সরকারের দাবি, এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে ৩৬ কোটি ৬৩ লক্ষ— অর্থাৎ বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে খুলে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এই তথ্য অভূতপূর্ব এবং এই ছবি আমাদের গর্বিত করে। কেননা, এই সাফল্য বাস্তব হলে এবং এর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হলে ভারতের অর্থনীতির হাল ফিরে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব কি সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে? পরিতাপের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, 'না'। একদিকে, দেশের যেসব মানুষকে লক্ষ্য করে জিরো ব্যালান্সের জনধন অ্যাকাউন্ট খোলার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কী কৃষিজীবী, কী অন্য ক্ষেত্রের শ্রমজীবী— অধিকাংশ ব্যক্তিকেই এই বন্ধনীতে রাখা যায়। ফলে বহু লোক তাদের নামে খোলা অ্যাকাউন্টে কোনও লেনদনেই করে না। এমন গ্রাহকদের প্রায় দেড় কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট একপ্রকার নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। এমনকী, বহু লোক জানেই না যে তাদের নামে (তাদের আধার, প্যান দিয়ে) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং চালু রয়েছে। এমন অ্যাকাউন্টগুলিকে হাতিয়ার করে প্রতারক চক্র ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সাইবার প্রতারক চক্রের ভয়াবহ দৌরাত্ম্য নজরে আসার পরেও তা রুখতে সরকারের ল্যাজেগোবরে অবস্থা। চিহ্নিত দেড় কোটির মতো জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরকার বন্ধ করে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা সাইবার প্রতারণা মারফত হাতানো টাকা ট্রান্সফারের জন্যই অ্যাকাউন্টগুলি তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে। **—স্বপন শীল, বাগুইআটি, ,কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলাবিরোধী চক্রান্ত চলছে দিকে-দিকে
রুখতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদেরকে

মুখের ভাষা— মাতৃভাষা শুনেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে! আগাপাছতলা না দেখেই রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে মানুষগুলি 'অনুপ্রবেশকারী'। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালিকে এক হতেই হবে। লিখছেন **তানিয়া রায়**

পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের মৌগ্রাম পঞ্চায়েতের চর সুজাপুর গ্রামের ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছে। ঈদের পর কাজের সন্ধানে পড়শি রাজ্যে গিয়েছিলেন ওই গ্রামের প্রায় ১০০ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে থেকে ১৬ জনকে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন আটক করে বলে জানা গিয়েছে।

কোনওরকমে এক শ্রমিক বাড়িতে খবর দিতে পারায় ঘটনাটি জানাজানি হয় এবং তা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর পাওয়ার পর থেকেই আটক শ্রমিকদের পরিবারে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তাঁদের চোখে ঘুম নেই। স্বজনদের নিরাপদে ঘরে ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। এই ঘটনায় এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ, মৌগ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধানের উদ্যোগে কেতুগ্রাম এক নম্বর ব্লকের বিডিও-র কাছে একটি লিখিত আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে প্রায়শই 'বাংলাদেশি' তকমা পাচ্ছেন। তাঁদের বেআইনিভাবে আটক করছে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন। এই ঘটনা নতুন নয়। যে কারণে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। আটক শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন, অবিলম্বে যেন তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।

মুখের ভাষা, মাতৃভাষা শুনেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে! আগাপাছতলা না দেখেই রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে মানুষগুলি 'অনুপ্রবেশকারী'। অতএব, এসব দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসনের চোখে ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুসারে এই নিরীহ মানুষগুলি 'অপরাধী'। অত্যাচারও নামিয়ে আনা হচ্ছে তাঁদের উপর। এমনকী জোর তোড়জোড়ও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে তাঁদের 'পুশব্যাক' করার জন্য। একাধিক রাজ্যে কাজে যাওয়া বহু বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক বেশ কয়েকমাস যাবৎ এমনই এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সুরাহা না-পেয়ে বাঁচাবার আর্জি নিয়ে একাধিকবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। গতমাসে উত্তরবঙ্গের ইটাহারের শ'তিনেক শ্রমিককে রাজস্থানে আটকে রাখা হয়। স্থানীয় বিধায়ক অভিযোগটি নিয়ে রাজ্য বিধানসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শোনামাত্রই প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজস্থানের বিজেপি সরকারকে তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'বাংলায় কথা বলে এই বিজেপি সরকারের কাছে কী অপরাধ করেছি আমরা? ভয়ানক অবস্থা চলছে। এর প্রতিবাদে আমরা পথে নামব।' ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন অভিযোগ পেয়েছিলেন, সেখানকার মান্নাই অঞ্চলের খিসাহার গ্রাম-সহ এলাকার প্রায় তিনশোজন বাসিন্দাকে 'বাংলাদেশি' দেগে দিয়ে রাজস্থানে আটক করা হয়েছিল। বিষয়টির রাজ্য পুলিসের ডিজির গোচরে এনে ওই শ্রমিকদের উদ্ধার করার অনুরোধ জানান তিনি। আটক শ্রমিকদের মর্মান্তিক ছবিও বিধানসভায় দেখানো হয়।

বিজেপি-শাসিত ওড়িশাতেও বাংলাভাষী শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অত্যাচারের অভিযোগ সামনে এসেছে সাম্প্রতিক অতীতে। কিছুদিন আগে, 'বাংলাদেশি' সন্দেহে মহারাষ্ট্র থেকে মুর্শিদাবাদের তিনজন এবং পূর্ব বর্ধমানের এক বাসিন্দাকে 'পুশব্যাক' করা হয়েছিল। কী ছিল তাঁদের অপরাধ? ভিন রাজ্যেও তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলেছিলেন! তাঁদের পুশব্যাকের কাণ্ড ঘটানো হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অন্ধকারে রেখেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই ধরনের পদক্ষেপ বেআইনি, অন্যায় এবং অনৈতিক। জানামাত্রই বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হস্তক্ষেপ করেন। বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা হয় ওই চার ভারতীয় নাগরিককে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির অমানবিকতার রাজনীতি সেখানেই শেষ হয়নি। এবার কোচবিহারে দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসীর হাতে ধরানো হয়েছে নোটিশ! অপরাধ, তিনি বাঙালি! অপরাধ, তিনি বাংলায় কথা বলেন! শুধু সেই কারণেই বংশপরম্পরায় দিনহাটার এই বাসিন্দাকে চরমভাবে হেনস্তা করার আয়োজন শুরু হয়েছে। বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে 'পুশব্যাক' রাজনীতিতে নয়া সংযোজন হয়েছে এই 'এনআরসি নোটিশ'। উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে তিনি ভারতীয়। নির্দেশ এসেছে, ১৯৬৬-'৭১ সাল পর্যন্ত ভোটার তালিকায় তাঁর বাবার নাম দেখাতে হবে। আর এই নোটিশ এসেছে কোন জায়গা থেকে? রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী বা এনআরসি-খ্যাত অসম থেকে। 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের নামে একদা বাঙালির সাড়ে সর্বনাশ করা হয়েছিল ওই রাজ্যেই। বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিলচরে একদল বাঙালি তরুণ-তরুণীকে তাজা রক্ত, এমনকী প্রাণ পর্যন্ত বলিদান দিতে হয়েছিল। উত্তমকুমারকে নোটিশ ধরানো হয়েছে অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের তরফে।

দেশ জুড়ে এনআরসি কার্যকর করার দাবিতে অসমের বিজেপি নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দীর্ঘদিন ধরেই বাহু ফোলাচ্ছেন। আর তাতে ধুয়ো দিচ্ছেন দিল্লির এবং বাংলারও কিছু বিজেপি নেতা। তাঁদের দাবি, একমাত্র এনআরসি কার্যকর হলেই নাকি বাঙালি হিন্দু-

সহ প্রকৃত ভারতবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। কিন্তু অসম ইতিমধ্যেই এনআরসির যে মাহাত্ম্য দেখিয়ে দিয়েছে, তারপরে কোনও সুস্থচিন্তার এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতার ভারতবাসীর ওই ব্যবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। এনআরসি সাক্ষাৎ এক আতঙ্ক এবং মানবসভ্যতার বিপরীতে ভয়াবহ লজ্জার নাম। এই ধরনের নোটিশ পাওয়া মানেই যাবতীয় শান্তি-স্বস্তি উবে যাওয়া। প্রশ্ন জাগবে, কংসরাজার বদফরমাস পূরণে ব্যর্থতার পরিণাম কি ডিটেনশনে ক্যাম্পে বন্দিত্ব? 'বাংলা বিরোধী' এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেননি। তাঁর প্রতিবাদে শামিল হওয়া উচিত দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির। এই বিপদ আগামী দিনে সব রাজ্যে সমস্ত ভাষার মানুষের উপরেই নেমে আসতে পারে। তখন নিরাপদ দূরত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ নাও মিলতে পারে।

সুতরাং অবিলম্বে বাংলা ও বাঙালিকে জোট বাঁধতেই হবে। একসঙ্গে এই অসভ্যতার বিরোধিতায় নামতেই হবে।

নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

সিরিয়ালে সুযোগ দেওয়ার নামে নাবালিকার যৌন হেনস্তা। গ্রেফতার এক রূপান্তরকামী-সহ ২। নেতাজিনগর থানা এলাকার ঘটনা। অভিযুক্তদের বৃহস্পতিবার চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত

নিয়োগে বিলম্ব নয়, কড়া নির্দেশ জারি মুখ্যসচিবের

তিরিশ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে পুলিশ ও মেডিক্যাল ভেরিফিকেশন

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশন ও নিয়োগপত্র জারির প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা রুখতে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হলে তাঁর পুলিশ ভেরিফিকেশন ও মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ৩০ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা অন্য কোনও নিয়োগকারী সংস্থার সুপারিশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের দ্রুত ই-মেল, ওয়েবসাইট বা ডাকযোগে পরবর্তী ধাপের বিষয়ে জানিয়ে দিতে হবে। মেডিক্যাল ও পুলিশ ভেরিফিকেশন, দুই প্রক্রিয়াই ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, তাহলে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনও এই সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। এই ভেরিফিকেশন শেষ হওয়ার পর প্রার্থীদের তাদের নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি বা দফতরে রিপোর্ট করতে হবে। উদ্দেশ্য, তাঁদের দ্রুত সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করা। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমা না মানলে সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সতর্কবার্তা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

ওড়িশায় আটক : রাজ্যকে পদক্ষেপের নির্দেশ কোর্টের

প্রতিবেদন : ভিন রাজ্যে বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে এ-রাজ্যের দুই পরিযায়ী শ্রমিককে বেআইনিভাবে আটক করে পুলিশ। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার রাজ্যকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে, এই ঘটনায় অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এর জন্য একজন আধিকারিককে এখনই নিয়োগ করতে হবে, যার পদমর্যাদা সচিবের নিচে নয়। ওই আধিকারিক ওড়িশা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। আগামী সোমবার মামলার শুনানিতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে রাজ্যকে। এই রাজ্য থেকে ওড়িশায় শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়া দুই ব্যক্তিকে বাংলাদেশি বলে স্থানীয় পুলিশ আটকে রেখে হেনস্থা করছে। এই অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলাতেই এদিন এই নির্দেশ দেয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দিল্লিতে কাজ করতে গিয়েও একইরকম ভাবে হেনস্থার শিকার হন বীরভূমের পাইকর জেলার ৬ পরিযায়ী শ্রমিক। অভিযোগ— দিল্লি পুলিশ সোনালি খাতুন, সুইটি বিবি, দানিস শেখ, কুরবান শেখ, ইমাম দেওয়ানদের গত ২৫ জুন পুশব্যাক করে। সেই ঘটনারও বিচার চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ওই ছয় পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার।

নিম্নচাপ সরলেও বৃষ্টি অব্যাহত

প্রতিবেদন : ক্রমেই ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে যাচ্ছে নিম্নচাপ। ধীরে ধীরে আরও সরবে ছত্তিশগড়ের দিকে। এর জেরেই কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে কমবে বৃষ্টিপাত। তবে উত্তরের জেলাগুলোতে বর্ষণ বজায় থাকবে। যদিও হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দুর্যোগ সাময়িক ভাবে কমলেও আগামী সপ্তাহ থেকে একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আপাতত দক্ষিণের উপকূলবর্তী এলাকায় তুলনায় কম বৃষ্টি হলে পশ্চিমের জেলাতে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। আজ এবং আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি হয়েছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা। ১৩ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত উত্তরের একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি।

■ বৃহস্পতিবার বিনোদিনী থিয়েটারে উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ সায়নী ঘোষ, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে, বিবেক গুপ্তা, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, যুবনেতা শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু-সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

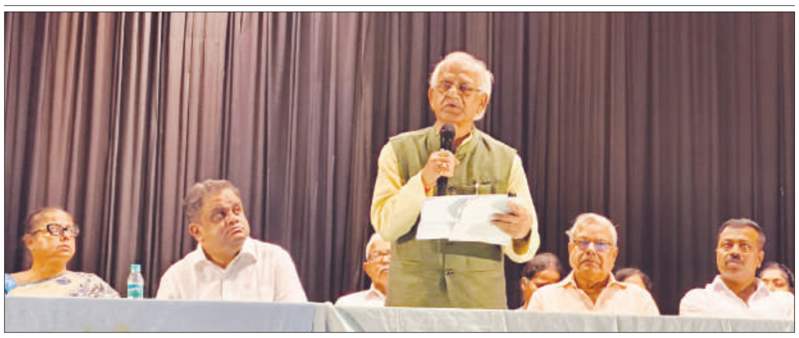

■ খড়দহের রবীন্দ্রভবনে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক ও কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৃহস্পতিবার।

■ হাওড়ার ভারতমাতা সংঘের ১০২তম বর্ষের শারদোৎসবের খুঁটিপুজো। ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, মহেন্দ্র শর্মা, পিনাকী গড়াই, দীপক মজুমদার করবী ঘোষ, সৌম্য ঘোষ-সহ অন্যরা।

আগে বিজেপি ক্ষমা চাক, কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করুক তারপর : ওমর

প্রতিবেদন : জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে বিজেপির অবস্থানের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বৃহস্পতিবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আগে আট বছর বিজেপি যেভাবে কাশ্মীর শাসন করেছে, তার জন্য ওদের ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমরা তো মাত্র সাতমাস ক্ষমতায়। কাশ্মীরকে নিয়ে মন্তব্য করার আগে নিজের অতীত দেখুক বিজেপি।

এদিন জম্মু-কাশ্মীরকে দ্রুত পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, কেন্দ্র নিজেই এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও রায় দিয়েছে। তাহলে এখন কেন মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, কেন নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হচ্ছে না, প্রশ্ন তাঁর। একসময় ওরাই কাশ্মীরকে স্বর্গরাজ্য বলত। এখন হেরে গিয়ে কাশ্মীরকে আক্রমণ করছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা আমাদের বন্ধু, বিজেপির অপপ্রচারে কান দেওয়ার দরকার নেই আমাদের। আমরা পর্যটকদের নিরাপত্তায় কোনও আপস করি না, ভবিষ্যতেও করা হবে না। রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। ধাপে ধাপে সব পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে এদিন ইন্ডিয়া জোটের কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, জোটের শরিকদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হওয়া উচিত। সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে চলতে হবে।

ট্র্যাকে খোলা স্লিপার, বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল লোকাল ট্রেন

প্রতিবেদন : ট্রেনের লাইনে পড়ে স্লিপার। চোখে পড়তেই কোনও রকমে ব্রেক কষল চালক। তাঁর তৎপরতায় বড়সড় ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে বাঁচালেন যাত্রীরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মগরাহাট এবং দেউলার মাঝামাঝি জায়গায় ওই ভাঙা স্লিপার পড়ে থাকতে দেখা যায়। রেলের তরফে এই ঘটনায় অভিযোগ, বুধবার যাঁরা ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরাই এই কাজ করেছেন। কারণ, বুধবারও শিয়ালদহ শাখার একাধিক স্টেশনে রেল অবরোধ চলে।

বৃহস্পতিবার সাতসকালে একটি ট্রেন শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ড হারবার যাচ্ছিল। হঠাৎ ট্র্যাকের উপরে স্লিপারটি নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষেন চালক। হঠাৎ এত জোরে ব্রেক কষার ফলে যাত্রীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। চালক মগরাহাট স্টেশনে খবর দিলে ঘটনাস্থলে যায় জিআরপি এবং আরপিএফ।

প্রতিবাদ হোক, কিন্তু রাজনীতি যেন না হয়

প্রতিবেদন : বুধবার কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে চিকিৎসকের সঙ্গে বচসায় জড়ান অভিনেতা-বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। এই ঘটনায় তৃণমূলের বক্তব্য, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। দল এই ঘটনা সমর্থন করে না। তবে এই ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা যেন রাজনীতি না করে! বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ট্রপিক্যালে গিয়ে সেখানকার ডিরেক্টরের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী তথা সংগঠনের সভানেত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। তিনি জানান, বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তেমন কিছু অসুবিধা তৈরি হয়নি যার জন্য জনপ্রতিনিধি ক্ষুব্ধ হবেন। যা করার করবে স্বাস্থ্য ভবন, এ নিয়ে রাজনীতি করার কিছু নেই। স্বাস্থ্যভবন তদন্ত শুরু করেছে। চিকিৎসকরা যথেষ্ট কোঅপারেট করছেন। তাঁরাও বিষয়টার দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছেন। আমরাও চাই। বিধায়কের সঙ্গেও কথা বলব। স্পিকারকেও বিষয়টা জানিয়েছি।

ফের মেট্রো-বিভ্রাট ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা

প্রতিবেদন : নিত্যযাত্রীদের কাছে ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠছে শহরের লাইফলাইন কলকাতা মেট্রো। প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে কোনও না কোনও সমস্যা হচ্ছে মেট্রো চলাচলে। ফলে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন মেট্রো যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে নোয়াপাড়া মেট্রো কারশেডের থার্ড লাইনে বিদ্যুৎ ট্রিপ করে যাওয়ার ফলে কারশেড থেকে সব মেট্রোরেক বেরতে পারেনি। যে কয়েকটি রেক বেরিয়েছিল এবং সে-ক'টা দিয়েই কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয়। আপ লাইন দিয়ে যাওয়া রেক ডাউনলাইন দিয়ে ফিরেছে। তাই এদিন সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা থেকে ৮:৪০ পর্যন্ত মেট্রো চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ব্যস্ত সময়ে দু'টি মেট্রোর মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান থাকার ফলে সব স্টেশনে ভিড় বাড়ছিল। সপ্তাহের মাঝে মেট্রো পরিষেবায় সমস্যা দেখা দেওয়ায় ভোগান্তি পৌঁছয় চরমে।

রাজ্য

11 July, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়ার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল সংখ্যালঘু শাখার উদ্যোগে একুশের প্রস্তুতি সভায় শেখ মুরসালিন, হাওড়া জেলা তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পার্থ ঘোষ-সহ অন্যরা।

নির্যাতিতার পরিবারের আস্থা পুলিশি তদন্তে

প্রতিবেদন : কসবা-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের তদন্তের ওপরেই আস্থা রাখছে নির্যাতিতার পরিবার। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে তাঁরা স্পষ্টভাবে জানান, এসআইটি-র তদন্তে তাঁরা সন্তুষ্ট। কসবা আইন কলেজের গণধর্ষণের জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে এদিন তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং ১৬৪ ধারায় গৃহীত নির্যাতিতার বয়ানের কপি সিল কভারে জমা দেয় সিট। ওই রিপোর্ট নির্যাতিতার পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের তরফে আবেদন জানানো হয়, এই রিপোর্ট যেন পরিবারের আইনজীবী ছাড়া অন্য কারওর হাতে না যায়। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ এই রিপোর্ট শুধু নির্যাতিতার পরিবারকে দেওয়া হবে। তদন্তের সমস্ত তথ্য নির্যাতিতার পরিবারকে জানাবে সিট। চার সপ্তাহ পর সিটের কাছে তদন্তের গতি প্রকৃতি জানতে চেয়ে ফের রিপোর্ট তলব করল আদালত। এই সময়ের মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে। নির্দেশ বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের। মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ আগস্ট এদিন রাজ্যের রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট দিতে চাই আদালতে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তদন্তের অবস্থান ও হাতে আসা তথ্যের বিবরণ সব আছে এই রিপোর্টে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌমেন সেন জানান, তিনি চান এই রিপোর্ট নির্যাতিতার পরিবার পাক। নির্যাতিতার আইনজীবীকে এই রিপোর্ট দেওয়া হোক। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এরপরেই তদন্তের স্বার্থে আর্জি জানান, যাতে নির্যাতিতার পরিবার বা আইনজীবী ব্যতীত এই রিপোর্ট অন্যত্র না যায়।

চড়কাণ্ডে হাজিরা এড়ালেন বর্ণনা

প্রতিবেদন : পুলিশের সঙ্গে বচসা-গুন্ডামি। কলেজ স্ট্রিটে জোড়াসাঁকো থানার ওসিকে প্রকাশ্যে থাপ্পড় মারার অভিযোগে তলব করা হয়েছিল এসএফআই নেত্রী বর্ণনা মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু ভয়ে পুলিশের সেই তলবে সাড়াই দিলেন না বামেদের কচিনেত্রী। বুধবার তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে থানায় তলব করা হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার থানামুখো হননি তিনি।

ইস্টার্ন জোনাল মিটিংয়েও বকেয়া চেয়ে সরব চন্দ্রিমা

প্রতিবেদন: কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে সরব হলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টচার্য। বৃহস্পতিবার ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে তোপ দাগেন তিনি। বলেন, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া পাহাড়প্রমাণ। শুধু ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রকল্পেই বকেয়া ২৩৩০ কোটি টাকা। সেই টাকা আগে মেটাক কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সটান নালিশ জানালেন মন্ত্রী। রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে যোগ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সেই বৈঠকে তিনি একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা না পাওয়া নিয়ে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র এখন ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রকল্প বন্ধ

২৩৩০ কোটি টাকা পাওনা আগে মেটিয়ে দিক কেন্দ্র

করে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্প চালু থাকাকালীন কেন্দ্র রাজ্যের বকেয়া মেটায়নি। টাকা পায়নি রাজ্য। এবার বকেয়া মেটাক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তিনি বকেয়া মেটানোর অনুরোধ করেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে তা মেটানোরও দাবি করেন তিনি।

ওবিসি মামলায় হাইকোর্ট : আবেদন করতে হবে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি মেনেই

প্রতিবেদন : কোনও বাড়তি ছাড় পাবেন না ওবিসি(এ) ক্যাটাগরিভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা। সুপ্রিম নির্দেশে রাজ্যের দেওয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মেনে জেনারেল ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে হবে সকলকেই। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ। উচ্চ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, ৩০ মে রাজ্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী যদি ওবিসি(এ) তালিকাভুক্তরা আবেদনের যোগ্য হন, তবেই আবেদন করতে পারবেন। কোনও বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে না। এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, যেহেতু ওবিসি সংক্রান্ত রাজ্যের তরফে দায়ের করা দুটি স্পেশাল লিভ পিটিশনের মামলা সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং রয়েছে, তাই এখনই এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে রাজ্যের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মেনেই আবেদন করতে হবে। এবং ওবিসি ক্যাটাগরি হিসেবে কোনও ছাড় পাওয়া যাবে না এবং আবেদনের সময়সীমাও বাড়ানো যাবে না। এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ১৭ জুন উচ্চ আদালতের নির্দেশ ছিল, ২০১০ সালের পূর্ববর্তী ওবিসি তালিকা অনুযায়ী আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তাই পুরনো নীতি মেনেই চলতে বাধ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনও।

ক্ষমা চাইল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদন : প্রশ্নপত্র নিয়ে ওঠা বিতর্কে ক্ষমা চাইল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন উপাচার্য দীপক কর। তিনি জানান, ওই প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্বে থাকা দু'জনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করবে বিশ্ববিদ্যালয়। একটি সূত্রে খবর, ২০০৩ সালের প্রশ্ন হুবহু টুকতে গিয়ে এই বিপত্তি। যথারীতি বিরোধীরা সমালোচনা শুরু করেছে। বিরোধীদের সমালোচনার কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, প্রশ্নপত্র একজন ব্যক্তিবিশেষের করা। এই ভুলের দায় একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিভাগের। এর সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সিস্টেমের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজ্য প্রশাসন ও শিক্ষা দফতর তো আর কোনও নির্দেশ দেয়নি! বিজেপির এই নিয়ে কিছু বলার অধিকার নেই। তারা আগে দেখুন বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে কী ধরনের প্রশ্ন হয়, কী কী ভাষার ব্যবহার হয়, তা বারবার সামনে এসেছে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মনীষীদের ওরা কোনও সম্মান করে না। এটা বারবার প্রমাণিত।

বসিরহাট দক্ষিণে বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল সেবালয়। এখানে আগামী ৬ মাস ধরে বিনামূল্যে ক্যাট সাজারি, চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান-সহ বিভিন্ন চিকিৎসা মিলবে।

এসএসসি : বহাল সিঙ্গল বেঞ্চের রায়

প্রতিবেদন : নিয়োগ মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকেই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন পরীক্ষায় অযোগ্যরা বসতে পারবেন না বলে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল তা বহাল রাখল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ ওই নির্দেশ দেওয়ার পর তা চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য, স্কুল সার্ভিস কমিশনের পাশাপাশি যোগ্য শিক্ষকদের একাংশও মামলা করেছিলেন ডিভিশন বেঞ্চে। চাকরিহারাদের তরফে দাবি করা হয়েছিল, তাঁদের একাধিক দাবির বিষয়ে সিঙ্গল বেঞ্চ কোনও নির্দেশ না দেয়নি। তবে, দু'দিনের দীর্ঘ শুনানির পর বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ। অর্থাৎ অযোগ্যরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। তবে অন্যান্য বিষয়ে আগামী সোমবার সিদ্ধান্ত জানাবে ডিভিশন বেঞ্চ।

একুশে জুলাইয়ের প্রচারে কলকাতা পুরসভার ৯০ নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের মিছিলে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর চৈতালি চট্টোপাধ্যায়-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার।

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শমিক রায় অধিকারী, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অভিষেক মজুমদার, আরটিও সদস্য সুরজিৎ মিত্র-সহ অন্যরা।

একুশে জুলাইয়ের শহিদদের স্মরণে রক্তদান। আয়োজক ১০২ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস ও যাদবপুর ৯বি বাসস্ট্যান্ড হকার্স সমিতি। ছিলেন শুভাশিস চক্রবর্তী, মণীশ গুপ্ত, দেবাশিস কুমার, দেবব্রত মজুমদার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় ঘোষ, লিপিকা মান্না ও সীমা ঘোষ-সহ বিশিষ্টরা।

আধার-রেশন কার্ড দিয়ে হবে নির্বাচন

(প্রথম পাতার পর)

বিহারে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের উপরে আপাতত স্থগিতাদেশ না দিলেও সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলল, বিহার ভোটের আগে ঠিক এই সময়ই কেন সংশোধনের কাজ শুরু করল কমিশন?

বিজেপি-কে জেতাতেই ভোটার তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্ত বলে অভিযোগ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। একই পথে হেঁটেছে আরজেডি এবং কংগ্রেসও। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলল আদালত। বিহার দিয়ে শুরু হলেও, আসলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে জেতাতেই ভোটার তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্ত বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে যে মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছিল সেগুলোর একসঙ্গে শুনানি হয় এদিন বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। আধার-ভোটার-রেশন কার্ডকে আপাতত বৈধ নথি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

বৃহস্পতিবার সকালে বীরপাড়া থানার দলমোড় চা-বাগানে উদ্ধার হল চিতাবাঘের দেহ। ওই চা-বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন শ্রমিকরা

পাহাড়ে ৯৬ বনবস্তি পরিবার পেল পাট্টা

প্রতিবেদন : জিটিএ এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পাহাড়ের বনবস্তির ৯৬টি পরিবার পেল জমির অধিকার। বৃহস্পতিবার সুখিয়াপোখরির স্টেডিয়ামে দার্জিলিংয়ের পালবাজার, জোড়াবাংলো, সুখিয়াপোখরি এবং আরআর ব্লকে বসবাসকারী ওই ৯৬টি পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। জমির অধিকার পেয়ে খুশি বনবস্তির বাসিন্দারা। অনীত থাপা বলেন, এই ৯৬টি পরিবার তাঁদের জমি-সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে বলে তাঁদের জানানো হয়েছিল। জেলা প্রশাসন এবং জিটিএ-র উদ্যোগে বনবস্তির বাসিন্দারা তাঁদের জমির অধিকার পেলেন। তিনি আরও বলেন, পাহাড়ের নথিভুক্ত হয়নি এমন জমি প্রায় ৮০ শতাংশ। সেই জমিগুলিও নথিভুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত সেই কাজগুলিও শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। এদিন ৯৬টি পরিবারকে ২৪ একর জমির পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি অনীত জানিয়েছেন, স্থানীয় পঞ্চায়েত এই বাসিন্দাদের জমির অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠ দেবে। এই প্রসঙ্গে আর এক জিটিএ সদস্য উদয় দাঁ বলেন, পাহাড়ের বনবস্তি এলাকার নিরীহ আদিবাসীদের অনেকে ভুল বুঝিয়েছিলেন জমির অধিকার সম্পর্কে। পাট্টা নিয়েও তাঁদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করা হয়। কিন্তু এখন বনবস্তির বাসিন্দারা পাট্টার গুরুত্ব বুঝেছেন। এর পাশাপাশি হোম স্টে-র জন্য কিছু পাট্টা বিলি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে সফরে এসে বনবস্তির বাসিন্দাদের হাতে পাট্টা তুলে দিয়েছিলেন।

■ জমির অধিকার পেয়ে খুশি বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার।

মেয়ের আত্মা শান্তি পেল, বললেন মা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: এতদিনে আমার মেয়েটার আত্মার শান্তি হল। শান্তি পেলাম আমরাও। বৃহস্পতিবার নাবালিকাকে ধর্ষণ খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ৩ জনকে ফাঁসির নির্দেশ যখন শোনাচ্ছিল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত তখন নির্যাতিতার মা চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন এমনটাই। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানালেন পুলিশের তৎপরতাকে। নির্যাতিতার মা বলেন, অভিযোগ পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থা নিয়েছিল পুলিশ। তাই বিচার মিলেছে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তৎপর তদন্তে সামনে আসে নারকীয় ঘটনা। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্তে বারবার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। শক্ত প্রমাণ, নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য ও চার্জশিটের ভিত্তিতে চলা মামলায় মোট ২৯ জন সাক্ষীর বক্তব্য আদালতে পেশ করা হয়। অবশেষে তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচারক তাদের মৃত্যুদণ্ড দেন। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে দ্রুত গতিতে মামলার চার্জশিট দাখিল ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা প্রশংসিত হয় সর্বত্র। পুলিশ সুপার খান্ডবহালে উমেশ গণপত বলেন, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কোনও অপরাধী যেন আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে না পারে।

মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ

তৃণমূলে যোগ

■ বিজেপিতে ধস অব্যাহত। বৃহস্পতিবার মধুপুর অঞ্চলের বিজেপি সদস্য তৃণমূলে যোগ দিলেন। এদিন তাঁর সঙ্গে আরও ২০টি পরিবারও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয়। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। জেলা সভাপতি বলেন, কোচবিহারের ১৮৮ জন বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ৬০০ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি জিতেছিল। তারমধ্যে এই নিয়ে ১৮৮ জন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। জেলা সভাপতি বলেন, আরও অনেকেই বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলে আসবেন।

জামিন খারিজ

■ দ্বিতীয় দিনে শুনানিতে ফের কোচবিহার আদালতে জামিন খারিজ করল কোচবিহার আদালত। তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টায় বিজেপি বিধায়ক পুত্রের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গত ৩ জুলাই কোচবিহার ২ ব্লকের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে গুলিবিদ্ধ হন এবং এই ঘটনায় পাঁচজনের নাম উঠে আসে। তার মধ্যে অভিযুক্তের তালিকায় নাম ছিল কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় এবং তার ছেলে দীপঙ্কর রায়ের। দ্বিতীয় দিনে শুনানিতে অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ২৪ জুলাই পরবর্তী শুনানির তারিখ দিয়েছে জেলা আদালত।

এলাকায় লাপাতা, বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়ক

■ কাজ না-করা বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার: এলাকায় তিনি লাপাতা। ভোট আদায় করে একদিনের জন্যও দেখা যায়নি তাঁকে। খোঁজ নেননি কেমন আছেন এলাকার মানুষ? কী প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার কালীমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েই ক্ষোভের মুখে পড়লেন শীতলকুচির মুখে পড়লেন শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বাসিন্দারা। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের টাকা দেয়নি বলেও অভিযোগ তার। যদিও বিজেপি বিধায়কের দাবি, এদিন তিনি কোনও দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেননি। তিনি গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। এদিন তিনি গোসাঁইয়েরহাটের কালীমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন সব ফাঁড়া কাটবে। কিন্তু কাজ না-করা নেতাকে সামনে পেতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকার বাসিন্দারা। গোসাঁইয়েরহাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পবিত্রকুমার বর্মনের অভিযোগ, বিধায়ক ভোটে জেতার পর আর এলাকায় আসেননি। ঝামেলা পাকানোর জন্য এখন তিনি এলাকায় আসছেন। সে-কারণে

অগ্নিকাণ্ডে হারিয়েছে সর্বস্ব পরিত্রাতা হয়ে পাশে পুলিশ

■ দুর্গতদের ত্রাণ তুলে দেন পূর্ণেন্দু কুণ্ডু।

সংবাদদাতা, মালদহ: বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল চাঁচল থানার পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডে ঘর হারানো এক অসহায় বিধবা মহিলার পাশে দাঁড়ালেন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু। বৃহস্পতিবার চাঁচল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিধবা শোভা থোকদারকে চাল, ডাল, আলু, মুড়ি, তেল ও পরনের পোশাক-সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতের অগ্নিকাণ্ডে চাঁচল ১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাকা গ্রামের বাসিন্দা শোভাদেবীর দুটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘরে থাকা খাদ্যশস্য, নথিপত্র, টাকাপয়সা ও আসবাবপত্র কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এখন খোলা আকাশের নিচেই দিন কাটছে তাঁর। চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু বলেন, পুলিশের তরফে প্রাথমিক ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। বর্ষার সময় যেন আর সমস্যায় না পড়তে হয়, সেই কারণে পঞ্চায়েতকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এমন মানবিক উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও।

উত্তর দিনাজপুরে কৃষিকাজে আরও সম্ভাবনা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা কর্মসৃষ্টি করে স্বনির্ভর। তাঁর বার্তা মেনেই এগিয়ে বাংলা। সম্প্রতি জার্বেরা ফুল চাষ করে নজির গড়েছেন রায়গঞ্জের কৃষক মনুচন্দ্র রায়। তাঁর ফুল যাচ্ছে বিদেশেও। এছাড়াও অভিনব উপায়ে কৃষিকাজের ফলে এগিয়ে রয়েছে জেলা। ভবিষ্যতে রয়েছে আরও সম্ভাবনাও। বৃহস্পতিবার জেলার একাধিক উদ্যানপালন ইউনিট পরিদর্শন করে কৃষকদের সাফল্য ও আরও সম্ভবনার কথা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের সচিব স্মারকী মহাপাত্র। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুর জেলা সফর করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি কস্তুরী সেনগুপ্ত, ডিরেক্টর অফ হর্টিকালচার দীপ্তেন্দু বেরা, জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, এডিএম মানস মণ্ডল, জেলা হার্টিকালচার আধিকারিক সুমন কর, মহকুমা হার্টিকালচার আধিকারিক অনীক মজুমদার প্রমুখ। হেমতাবাদ ব্লকে তেজপাতার ভাল উৎপাদন চাষাবাদের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে বলে জানান সচিব। জেলা হর্টিকালচার আধিকারিক সুমন কর জানান, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি ভরতুকি পেয়ে চাষাবাদে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা। এছাড়াও জেলায় উৎপাদিত হলুদ প্যাকেজিং ইউনিট তৈরির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সম্ভাবনা রয়েছে জেলার মাখনা চাষ ও তার প্রসেসিংয়েরও।

■ জার্বেরা চাষ পরিদর্শনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের সচিব স্মারকী মহাপাত্র।

দুই জেলায় তিন পাচারকারী ধৃত

ব্যুরো রিপোর্ট: পাচার রুখে আলিপুরদুয়ার ও মালদহ পুলিশের বিরাট সাফল্য। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে ২০৪ গ্রাম হেরোইন-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও বীরপাড়া থানার পুলিশ। যৌথ অভিযানে বীরপাড়া গেরগান্ডা ব্রিজের কাছ থেকে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। একইদিনে মালদহের ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ও এসটিএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 July, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

■ মেদিনীপুরে অ্যানিকেত বাঁধ থেকে ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাঁধের জল ছাড়া দেখতে যান সেচমন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া ও জেলাশাসক খুরসেদ আলি কাদেরি প্রমুখ। সাংবাদিক বৈঠকে এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানান মন্ত্রী।

চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে অভিযুক্ত কনস্টেবল

■ প্রতারিত পার্থসারথি।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে সিঁথি থানায় কর্মরত পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কখনও প্রাথমিক শিক্ষক পদে, কখনও সেচ দফতরে চাকরি দেওয়ার নামে একাধিক প্রার্থীর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়েছে সিঁথি থানার কনস্টেবল অর্জুন সাহা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন বিষ্ণুপুর শহরের মল্লেশ্বর সাহাপাড়া বাসিন্দা পার্থসারথি সাহা। গত ৪ জুলাই পার্থসারথি সাহা তাঁর নিকটাত্মীয় পেশায় সিঁথি থানার কনস্টেবল অর্জুন সাহার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, অভিযুক্ত কনস্টেবল প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে ২০২২ সাল থেকে কখনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, কখনও নগদে মোট ৮ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। এছাড়াও ওই ব্যক্তি একাধিক চাকরিপ্রার্থীর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে। টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কখনও নিজের ইউপিআই, কখনও স্ত্রী শম্পা সাহা এবং জনৈক গোপাল হালদারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছেন। বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

সাসপেন্ড ৪ এসআই

প্রতিবেদন : কোনও রেয়াত নয়। নিউ আলিপুর-কাণ্ডে সাসপেন্ড চার সাব-ইন্সপেক্টর। কয়েকদিন ধরেই নিউ আলিপুরের রেলওয়ে স্লাইডিংয়ের কাছে ট্রাকচালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও লরির কাঁচ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। চার এসআই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েই দ্রুত পদক্ষেপ করল পুলিশ। সাসপেন্ড করা হয়েছে চার অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকেই। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, কেন ট্রাকের কাঁচ ভাঙা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের সাসপেন্ড করে বিষয়টির তদন্ত চলছে।

বিজেপির তালিকায় ‘মৃত’দের নিয়ে সম্মেলনে হাজির, জবাব বিধায়কের

সিউড়ি

■ বিজেপির তালিকায় বাতিল ভোটারদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিকাশ রায়চৌধুরি।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মৃত দখিয়ে ৩৫৪ জন সংখ্যালঘু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিজেপির ষড়যন্ত্র ফাঁস করলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিকাশবাবু তালিকা দেখিয়ে বলেন, সিউড়ি বিধানসভার বেশ কয়েকটি অঞ্চল এবং সিউড়ি পুরসভার তিনটি ওয়ার্ড থেকে এতগুলো সংখ্যালঘু মানুষের নাম বাদ দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিল বিজেপি। বিজেপির এই কারচুপি প্রথম তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাষ্ট্রে এভাবে ভোটার তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ দিয়ে বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন। তালিকায় অন্যান্য রাজ্যের ভোটারদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল বিজেপি। সেই ষড়যন্ত্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভেস্তে দিয়েছেন। এবার জীবিত সংখ্যালঘু মানুষদের নাম কৌশলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বিজেপি। বিজেপির দলীয় কার্যালয় জীবিত ৩৫৪ জন সংখ্যালঘু মানুষকে নাম মৃত বলে নির্বাচন কমিশনের কাছে তালিকা পাঠিয়েছে। এই মর্মে বীরভূম জেলার নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলাশাসককে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিকাশবাবুর প্রশ্ন, সংখ্যালঘু মানুষদের কি ভোটাধিকার থাকা অন্যায় ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী? সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আপনারা সজাগ থাকুন। এটা বিজেপির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। সিউড়ি বিধানসভার সাহাপুর, ভুরকুনা, আলুন্দা, ভবানীপুর, রাজনগর ব্লকের খোদাইবাগ ২৮ নম্বর বুথে ৮৫ জন জীবিত সংখ্যালঘু মানুষকে মৃত দেখিয়েছে বিজেপি। বারবার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে ওরা। কখনও এনআরসি বা সিএএ, এই দুটোয় কবজা করতে না পেরে এখন আসল ভোটারকেই মৃত বলে দেখিয়ে তৃণমূলকে হারাতে চাইছে। ভোটের আগে অবধি বিজেপি এরকম চক্রান্ত করেই যাবে। আজ প্রমাণ হয়ে গেল তৃণমূল কারচুপি করে ভোটে জেতে না। আর বিজেপি যেতে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে কে বা কারা আছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। সময়মতো সংবাদ মাধ্যমের সামনে তা প্রকাশ করা হবে।

দুর্গত মানুষদের জন্য চালু হল পুলিশের ২ কমিউনিটি কিচেন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সুবর্ণরেখা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে আতঙ্কিত ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের মালিঞ্চা গ্রামের বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়াল পুলিশ প্রশাসন।

ঝাড়গ্রাম

■ খাবার পরিবেশনে ওসি নীলু মণ্ডল।

তাদের উদ্যোগে চালু হল কমিউনিটি কিচেন। গ্রামবাসীদের খাবার পরিবেশন করলেন খোদ ওসি। ঝাড়খণ্ডের গালুডি জলাধার থেকে বিপুল জলছাড়ার জেরে নদীভাঙন পরিস্থিতি আরও ঘোরালো রূপ নিচ্ছে। পরিস্থিতি পরিদর্শনে বুধবার মালিঞ্চা গ্রামে আসেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া, ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল-সহ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্তারা। এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে মানবিক ভূমিকা গ্রহণ করল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও বেলিয়াবেড়া থানার সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার মালিঞ্চা গ্রামে চালু হয় কমিউনিটি কিচেন। সেখানে উপস্থিত থেকে নিজের হাতে দুর্গত মানুষদের খাবার পরিবেশন করেন বেলিয়াবেড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি নীলু মণ্ডল। তিনি জানান, শুধু মালিঞ্চা নয়, সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী আরও একটি গ্রামে বৃহস্পতিবার পুলিশের তরফে কমিউনিটি কিচেনের আয়োজন করা হয়। এই দুর্দিনে নদী তীরবর্তী গ্রামের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

সৌন্দর্যায়নে জোর সভাধিপতির ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালে বৃক্ষরোপণ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : পরিবেশ সুরক্ষা ও সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে আয়োজিত হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার বৃক্ষরোপণ করে কর্মসূচির সূচনা করেন জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি। পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বার্তা দিতে এই উদ্যোগ বলে জানান সভাধিপতি। কদিন আগেই সভাধিপতির উদ্যোগেই হাসপাতালের সামনে মাদার টেরিজার মূর্তির উপরে শেড তৈরি হয়। সেখানেই সৌন্দর্যায়নের অংশ হিসেবে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি ছাড়াও ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালের অতিরিক্ত সুপার ইন্দ্রনীল সরকার, কুড়মি সমাজের প্রতিনিধি স্বপন মাহাত প্রমুখ।

■ বৃক্ষরোপণে জেলা সভাধিপতি।

দামি-দামি কাঠের গুঁড়ি বাজেয়াপ্ত বনদফতরের

সংবাদদাতা, আসানসোল : বারাবনির নুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আসনবনি মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি কাঠের মিল থেকে বিপুল পরিমাণ দামি কাঠের গুঁড়ি উদ্ধার করল বন দফতর। সেই কাঠের গুঁড়িগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাওয়া হয় রূপনারায়ণপুর বন দফতরের কার্যালয়ে। পানুরিয়া রেঞ্জের বনাধিকারিক মনোরঞ্জন মাহাত এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

পূর্ণিমা রথের মেলার আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী বেত-বাঁশের সামগ্রী

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● মহিষাদল

গোটা দেশ যখন প্লাস্টিক সমস্যায় জর্জরিত, ঠিক তখনই পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে প্লাস্টিককে বর্জন করে বেত-বাঁশে জমজমাট হয়ে উঠল সমগ্র শহর। বর্তমানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। তার ফলে ঐতিহ্যবাহী বেত ও বাঁশের তৈরি জিনিস আজ প্রায় ব্রাত্য। তবে প্রতি বছর পূর্ণিমা রথ এলে পুরনো দিনের বেত ও বাঁশের তৈরি জিনিসপত্রকেই ফিরে পান মহিষাদলের বাসিন্দারা। প্রতি বছর পূর্ণিমা রথের দিন বেত-বাঁশের সামগ্রীর সম্ভারে জমে ওঠে মেলা। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হল না। এ-বছর পূর্ণিমা রথকে কেন্দ্র করে মহিষাদলের রাজ পুষ্করিণীর পাশে বসেছে কয়েকশো বেত-বাঁশের কুলো,

ঠাকা ইত্যাদির দোকান। বৃহস্পতিবারের এই মেলাকে ঘিরে সকাল থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান মেলার মাঠে। পূর্ণিমার রথে সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে মহিষাদলের এই বেত-বাঁশের মেলা অনেকের মতে বড়সড় আকর্ষণ। জেলার প্রবীণদের মতে, পূর্ণিমা রথে এখানকার

মহিষাদল

এই মেলা প্রায় কয়েকশো বছর ধরে হয়ে আসছে। বর্তমানে প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়লেও এখানকার বেত ও বাঁশের তৈরি সামগ্রী কিনতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। পাশের জেলা সবং, পিংলা থেকে বহু কারিগর তাঁদের বাঁশ ও বেতের সামগ্রী বিক্রি করতে এই মেলায় আসেন। সবংয়ের বিক্রেতা নারায়ণচন্দ্র দাস বলেন, প্রায় গত দশ বছর এই মেলায় আসছি। নতুন প্রজন্মের কাছে এই সব জিনিসের মর্যাদা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে বিক্রি আগের মতোই হয়। এলাকাবাসী গোকুল দাস অধিকারী জানান, প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়লেও বেত ও বাঁশের তৈরি জিনিসপত্রের আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। যার জন্য প্রতি বছর মহিষাদলের এই মেলায় কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

11 July, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১১ জুলাই ২০২৫
শুক্রবার

বুধবার রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মন্তেশ্বরের সন্তোষ ঘোষের (৪৯) বাঁহাতে সাপে ছোবল মারে। কিন্তু তখন বোঝেননি। বৃহস্পতিবার সকালে যন্ত্রণা বাড়ায় বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন

বিজেপি নেতাকে জুতো নিয়ে ধাওয়া দলের মহিলা কর্মীর

প্রতিবেদন : বর্ধমানে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে দলেরই এক নেতাকে জুতো তুলে ধাওয়া করছেন বিজেপির এক মহিলা কর্মী। বৃহস্পতিবার এরকম একটি ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে চারদিকে সাড়া ফেলেছে। বিজেপি নেতৃত্ব জানাচ্ছেন, ওই যুবতী স্বর্ণালি সামন্ত এবিভিপির জেলা নেত্রী। আর ওই যুবক হলেন বিজেপির যুবমোর্চার আইটি সেলের কর্মী আকাশ মল্লিক। স্বর্ণালির বাড়ি মন্তেশ্বরে। তিনি বর্ধমানের গুডস্ শেড রোডে এক সংস্থার শিক্ষার্থী আর আকাশের বাড়ি বর্ধমানের কাঞ্চননগরে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় শোনা যায়,স্বর্ণালি আকাশের উদ্দেশে কেন কটূক্তি করেছে তা জানতে চাইছেন। স্বর্ণালির দাবিকে সমর্থন জানিয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় বিজেপির যুবমোর্চার নেতা দেবজ্যোতি সিংহরায়কেও। ওই যুবতীর চিৎকারে জিটি রোডের সার্ভিস রোড থেকে চলে যাচ্ছিলেন আকাশ। তাঁকে কার্যত তাড়া করে জিটি রোডে গিয়ে ধরে ফেলেন স্বর্ণালি। তাঁকে চড় মারতেও উদ্যোত হন স্বর্ণালি। স্বর্ণালির অভিযোগ, আকাশ আমাকে উত্যক্ত করত। আমার নামে কুৎসিত মন্তব্য করত, এমনকী কুপ্রস্তাবও দিত। জেলা সভাপতিকে সব জানিয়েছি।

১০০ কর্মী-সমর্থক-সহ তৃণমূলে পাণ্ডবেশ্বরের দুই বিজেপি নেতা

■ নবাগতদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ফের বিজেপিতে ভাঙন ধরল পাণ্ডবেশ্বরে। বুধবার সন্ধ্যায় বিধায়কের হাত ধরে দুই বিজেপি নেতা-সহ দলের প্রায় ১০০ জন কর্মী-সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। বিজেপি নেতা অনুপ সাঁইয়ের নেতৃত্বে এই যোগদান কর্মসূচি হয় পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের সরপি কমিউনিটি হলে।

যোগদান করেই বিস্ফোরক অনুপ সাঁই বলেন, জিতেন্দ্র তেওয়ারি তৃণমূল থেকে এসে বিজেপিকে নষ্ট করেছে। তাই বেইমানদের সঙ্গে আর থাকতে চাই না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সঙ্গী হতে চাই। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, এটা তো সবে ট্রেলার দেখা গেল, আরও প্রচুর বিজেপি কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। অতিসত্বর তাঁদেরও আমাদের দলে যোগদান করানো হবে।

টানা বৃষ্টিতে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার নষ্ট ২ রাস্তা, ভেঙেছে সেতু, জলমগ্ন এলাকা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : কয়েকদিন ধরে গোটা জেলাজুড়ে একটানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়েছে বিঘের পর বিঘে জমি। ইতিমধ্যেই জমিতে জমা জলের তোড়ে ভেসে গেছে ভাতার-কামারপুরের একটি অস্থায়ী সেতু। সেতু ভেঙে যাওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে ধসে পড়া মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধার। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জিওলগড়িয়া গ্রামের ঘটনা। জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির জেরে পুরো বাড়ি ভেঙেছে ২১টি, আংশিক ভেঙেছে ১৪১টি, ১৯টি পরিবারকে ত্রাণকেন্দ্রে সরাতে হয়েছে এবং তাদের খাওয়াদাওয়ার জন্য দুটি রান্নাঘর চালু করতে হয়েছে। ১৮৩২টি ত্রিপল বিতরণ করা হয়েছে। একটানা বৃষ্টির জেরে জেলার দুটি রাস্তা নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার মেমারি ১ ব্লকের বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক আয়েষারানি এ। সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনিক কর্তারা। অন্যদিকে ১৯ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করতে গিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায় বহু এলাকা জলবন্দি হয়ে পড়ে বলে জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ আসে। এরপরই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক আয়েষারানি এ জানান, জেলার জলমগ্ন সমস্ত এলাকার উপরই সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। প্রয়োজনমতো ত্রিপলও দেওয়া হচ্ছে।

■ বর্ধমানের জলমগ্ন এলাকায় জেলাশাসক।

বাংলাভাষী বলেই ওড়িশায় বন্দি কেতুগ্রামের ১৬ শ্রমিক

সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতেই কথা বলা অপরাধ, বাঙালি হওয়াটাও অপরাধ। আর এই কারণে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের কপালে জুটল বাংলাদেশি তকমা। কেউ পঁচিশ বছর ধরে ভাঙরির ব্যবসা করেন তো কেউ নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করেন। গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে মিথ্যা মামলার শিকার। বাংলাদেশি বলে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের চর সুজাপুরের ১৬ জনকে আটক করেছে বিজেপি শাসিত ওড়িশার পুলিশ। এই ঘটনায় ক্ষোভ এলাকাজুড়ে। গ্রামে তাঁদের পরিবার-পরিজনরা চিন্তায় ছোটাছুটি করছেন। কেউ পঞ্চায়েতে যাচ্ছেন তো কেউ বিধায়কের দ্বারস্থ হচ্ছেন। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে কেতুগ্রামে। কেতুগ্রামের নির্মাণ শ্রমিকদের ওড়িশার বিজয়নগর ও ঝাড়সুগদা থানায় চারদিন ধরে আটকে রেখেছে পুলিশ। তাঁদের কাছে জন্মের শংসাপত্র না থাকায় এমন নির্যাতিনের শিকার হতে হয়েছে।আধার বা ভোটার কার্ড ওড়িশা পুলিশ নাকি মানছে না।কিন্তু কেতুগ্রামের অনেকেই পঞ্চাশ বছর বয়স্ক শ্রমিক জন্মের শংসাপত্র না থাকায় তাঁরা পুলিশি নির্যাতিন সহ্য করছেন। কেতুগ্রাম-২ বিডিও শাশ্বতী দাস বলেন, আমি সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়েছি।প্রতি মুহূর্তে খোঁজ নিচ্ছি পরিস্থিতির। প্রসঙ্গত, কেতুগ্রাম-২ ব্লকের মৌগ্রাম পঞ্চায়েতের চর সুজাপুর গ্রামের ২৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিক বছরের পর বছর ধরে ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। স্বামী ইব্রাহিম শেখের আটকের খবরে স্ত্রী তারিকুন্নেসা বিবির বাড়ি তিনদিন হাঁড়ি চড়েনি। দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে কী করবেন ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না তারিকুন্নেসা বিবি। তিনি বলেন, পেটের দায়ে স্বামী সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বাংলা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার আবেদন, স্বামীকে উদ্ধার করুন। তা নাহলে আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতে পাব না। একই অবস্থা নরিসা খাতুন বিবিরও। তাঁর ছেলে নুরশেদ শেখ ১৭ বছর ধরে কাজ করছেন ওড়িশায়। তিনিও ওড়িশা পুলিশের হাতে বন্দি। নরিসা বিবি জানান, ওরা বাংলা বিদ্বেষী কেন? আমার ছেলে তো চোর-ডাকাত নয়। সেখানে খেটে খায়। তাহলে আমার ছেলেকে বাংলাদেশি সন্দেহে কেন আটক করল পুলিশ জানতে চাই। মৌগ্রামের অঞ্চল প্রধান পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় বলেন, এটা লজ্জা। শুধু বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হবে। আমরা লিখিতভাবে বিডিও-সহ প্রশাসনের সর্বস্তরে জানিয়েছি।

একুশের ধর্মতলা সমাবেশ সফল করতে প্রস্তুতিসভা মহিলা তৃণমূলের

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : একুশে জুলাই ধর্মতলা চলোর কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিষ্ণুপুর শহর মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে প্রস্তুতিসভার আয়োজন হল যদুভট্ট মঞ্চে। কীভাবে বিষ্ণুপুর থেকে মহিলারা ধর্মতলায় শহিদ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, যাত্রার পরিকল্পনা, গাড়ির সংখ্যা ও সময়সূচি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই বৈঠকে। সভায় ছিলেন এলাকার বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক, পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী, উপপ্রধান, শহর তৃণমূল সভাপতি, শহর মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী-সহ পুর প্রতিনিধিরা। সঙ্গীতা মালিক জানান, এই প্রস্তুতিসভায় প্রায় ১২০০-১৩০০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এই বিপুল সাড়া প্রমাণ করে, বিষ্ণুপুর শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প নেই। দলের একুশের সমাবেশকে সফল করে তুলতে জেলার মহিলা সংগঠনের তরফে এটি বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন দলীয় নেতৃত্ব।

■ মহিলা তৃণমূলের একুশের প্রস্তুতিসভায় জনজোয়ার। বিষ্ণুপুরে।

দোকানদারকে পিটিয়ে খুন, ধৃত

সংবাদদাতা, বর্ধমান : রেশনে দেওয়া আটা কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে মুদির দোকানি সূর্যনারায়ণ মণ্ডল (৭১) ওরফে গান্ধীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠলে প্রতিবেশী সুশান্ত মাঝির বিরুদ্ধে। দেওয়ানদিঘি থানার মাহিনগর গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামেই সূর্যনারায়ণ মণ্ডলের বাড়ির পাশেই একটি মুদির দোকান রয়েছে। প্রতিদিনের মতো বুধবারও তিনি দোকান খুলেছিলেন। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা তাঁর প্রতিবেশী সুশান্ত মাঝি সূর্যনারায়ণবাবুর দোকানে রেশনের আটা বিক্রি করতে এলে তাঁর সঙ্গে সুশান্তর ঝামেলা শুরু হয়। এরপর পুরনো রাগবশত পরিকল্পনামাফিক সুশান্ত একটি বাঁশ নিয়ে এসে সূর্যনারায়ণের মাথায় এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকলে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে থাকেন। বাঁশ দিয়ে বেদম পেটানোর ফলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার পরেই সেখান থেকে চম্পট দেয় সুশান্ত। রক্তাক্ত সূর্যনারায়ণকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে সুশান্ত গ্রেফতার হয়।

একুশের সমাবেশ নিয়ে কেশপুরে শ্রমিক মিছিল

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : একুশে জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবস নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলার ব্লক ও অঞ্চল স্তরে প্রস্তুতি বৈঠক চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কেশপুর ব্লকের মোহনি গ্রামে আইএনটিটিইউসি সমর্থিত কোল্ড স্টোরেজের শ্রমিকদের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সনাতন বেরা, কেশপুর ব্লক সভাপতি তাজ মহম্মদ ছাড়াও সংগঠনের সদস্য শ্রমিকরা।

১০
১১ জুলাই ২০২৫
শুক্রবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 July, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জেলায় জেলায় গর্জে উঠছে তৃণমূল ● জবাব চেয়ে শামিল সাধারণ মানুষও

এনআরসি নোটিশের বিরুদ্ধে পথে নামলেন সাংসদ প্রকাশ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গায়ের জোরে এনআরসি নোটিশ পাঠানোর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রত্যেক জেলায় চলছে প্রতিবাদ। কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে জারি করা অন্যায্য এনআরসি নোটিশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি পালন করল আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল। আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের শামুকতলা রোড এলাকায় এই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। উত্তমকুমার ব্রজবাসী ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে বসবাস করছেন। মিছিলে পা মেলাতে মেলাতেই তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। তিনি বলেন, অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তাঁকে 'বিদেশি' হিসাবে চিহ্নিত করে হয়রানি ও অপমান করা হচ্ছে। এটি

■ আলিপুরদুয়ারে মিছিলের নেতৃত্বে প্রকাশচিক বরাইক।

গণতন্ত্রের উপর একটি পরিকল্পিত আক্রমণ এবং ভারতীয় নাগরিকদের তাঁদের অধিকার এবং পরিচয় কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ বলে আজকের বিক্ষোভ মিছিলের পর জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। আগামিদিনে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে বলেও জানালেন প্রকাশ।

শনিবার শিলিগুড়িতে বিরাট প্রতিবাদসভা, হল প্রস্তুতি বৈঠক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল শনিবার, দুই ইস্যুকে কেন্দ্র করে পথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী শনিবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল। বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে মিছিল পৌঁছাবে এয়ার ভিউ মোড় পর্যন্ত। দলের তরফে জানানো হয়েছে, দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে সামনে রেখে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। প্রথমত, দিনহাটায় এক রাজবংশী ব্যক্তিকে এনআরসি-র নামে নোটিশ দিয়ে 'বিদেশি' তকমা দেওয়ার প্রতিবাদেই এই মিছিল। জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ধরনের পদক্ষেপ রাজ্যের আদিবাসী এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আঘাত। তৃণমূল কংগ্রেস এর তীব্র বিরোধিতা করে। দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরোধী দলের প্ররোচনায় যেভাবে অশান্তি এবং গোষ্ঠী সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তারও প্রতিবাদ জানাতে পথে নামছে শাসকদল। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনাগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভাজন তৈরির ষড়যন্ত্র।

■ প্রস্তুতি বৈঠকে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে ২১-এর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

■ দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে হল বিরাট মিছিল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির জংশন থেকে শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড হয়ে এয়ারভিউ হয়ে মাল্লাগুড়িতে শেষ হয় এই মিছিল। ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি নির্জল দে, সাধারণ সম্পাদক সৌম্য মজুমদার, শিলিগুড়ি টাউন ১ ব্লক সভাপতি নরসিং মাহাতো, শ্যাম যাদব, সমীর সরকার, সুজিত রায়, অনিল মালাকার-সহ অন্যরা।

■ ২১ জুলাইয়ে সকলকে আহ্বান জানিয়ে রায়গঞ্জে দেওয়াল লিখলেন তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। এই কর্মসূচিতে ছিলেন যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি কৌশিক গুন, ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর তপন দাস, শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান, সানকিং দাস প্রমুখ।

দুটো দিন পর যাক, মায়ের আকুতিতে থাকার অনুমতি পুলিশের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: দুটো দিন পর যাক। কলকাতা থেকে বিশেষ টিম তদন্তের স্বার্থে ইসলামপুরের কিশোরকে নিতে এলে কাতর আবেদন জানালেন মা। মানবিক পুলিশ দিল অনুমতি। দু'দিন পরই তদন্তের স্বার্থে কলকাতায় আনা হবে ওই কিশোরকে। তবে বাড়িতে থাকলেও থাকছে পুলিশের পাহারা। উল্লেখ্য, মোবাইল চুরির অপবাদে কিশোরকে নির্যাতনের ঘটনার মাস দেড়েক পরে বাড়ি ফিরে এসেছে নিখোঁজ কিশোর। কলকাতার মহেশতলায় এক জিনস রং করার কারখানায় এক কিশোরকে উলটো করে ঝুলিয়ে অত্যাচার করার মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। হারানো ছেলেকে খুঁজে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস

■ বাড়ি ফিরে পরিবার-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামসাদ।

পরিজনদের। এদিন তার ফিরে আসার খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ এসে ওই কিশোরকে নিয়ে যায়। তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর আসে কলকাতা পুলিশের বিশেষ একটি দল। এদিন তারা ওই ছেলেটিকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যদিও এদিনই তাকে পুলিশের সঙ্গে যেতে দিতে নারাজ পরিবারের লোকেরা। তাকে দু'দিন বাড়িতে রাখার জন্যে পুলিশের কাছে আর্জি জানান তাঁরা। সেই আর্জি মেনে পুলিশ পরিবারের সদস্যদের কিশোরকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। কিশোরের নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুলিশের তরফে। দু'দিন পরে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা গেছে পুলিশসূত্রে।

ভাঙড়ে খুন তৃণমূল নেতা

প্রতিবেদন : ভাঙড়ে আইএসএফের হাতে তৃণমূল নেতা খুন। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে চালতাবেড়িয়ার অঞ্চল সভাপতি রাজ্জাক খাঁকে গুলি করে কুপিয়ে খুন করা হয়। বিধায়ক শওকত মোল্লার অভিযোগ, ঘটনার পিছনে আইএসএফের হাত রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর আইএসএফ খুনের রাজনীতিতে নেমে পড়েছে। দুষ্কৃতীদের তল্লাশিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ।

মোবাইল ফেরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: ২৫৮ জনের খোয়া যাওয়া মোবাইল মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার মোবাইল ফেরানোর একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করে দার্জিলিং জেলা পুলিশ। এই ফোনগুলির মধ্যে ১০৮টি ফোন দার্জিলিং থেকে এবং ১০৫টি ফোন প্রত্যন্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে খুঁজে বের করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই প্রথম দার্জিলিং জেলা পুলিশ এতগুলি মোবাইল ফোন খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দিল মালিকদের হাতে। উল্লেখ্য, দার্জিলিং পুলিশ শুধু মোবাইল ফিরিয়েই নয়, পাচার রুখে এবং বে-আইনি নেশার দ্রব্য আটক করেও সাফল্য পেয়েছে। এবার দার্জিলিং পুলিশের সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রত্যেকে।

পাইপ বসাতে মিলল ছাড়পত্র

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির জল সমস্যার সমাধানে সক্রিয় শিলিগুড়ি পুরনিগম, পাইপ বসানোর জন্য মিলল বনবিভাগের ছাড়পত্র। বর্ষার মরশুমে পানীয় জলের সমস্যা চরমে উঠেছে শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ডে। কোথাও জল জমে জীবন অতিষ্ঠ, কোথাও আবার বিশুদ্ধ পানীয় জলের হাহাকার। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে তৎপর হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিতে বড়সড় পদক্ষেপ হিসেবে পাইপ বসানোর কাজ শুরু করতে চলেছে পুরনিগম। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য বনবিভাগের কাছ থেকে ছাড়পত্রও পেয়ে গিয়েছে তারা।

ভারত সরকার কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত নার্স নিমিশাকে মুক্ত করে আনুক। এই আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করল একটি সংগঠন

জবাব চাইল তৃণমূল

ভোটারের নয়, নীতীশের মুখের ছবি বিহারের এপিকে

প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি, নাকি কারচুপির সুপরিকল্পিত চক্রান্ত? যা-ই হোক না কেন, হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল বিজেপি-নীতীশীর গণতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র। অবাক কাণ্ড, বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এক মহিলা ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্রে তাঁর ছবির বদলে ছাপা হয়েছে

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ছবি। নির্বাচন কমিশনের এই গাফিলতির বিরুদ্ধে রীতিমতো সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে ফেসবুকে তুলে ধরা হয়েছে কমিশনের এই আজব কাণ্ড। বিহারের মাধেপুরা জেলায় এক মহিলার ভোটার আইডি কার্ডে তাঁর নিজের ছবির বদলে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ছবি ছাপার ঘটনা তুলে ধরে বলা হয়েছে, এই ঘটনা শুধু চাঞ্চল্যকর নয়, ভোটার তালিকা তৈরির কাজে কমিশনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়।

তৃণমূলের বক্তব্য, এমন আজব এবং ভুলে ভরা ভোটার কার্ড উঠে আসছে একাধিক রাজ্য থেকে। কী করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন? কিছুই নয়।

নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূল জবাব দাবি করেছে—

- এমন অবিশ্বাস্য ভুল কীভাবে আপনাদের নজরের সামনে ঘটে চলেছে?
- ঠিক কত সংখ্যক এমন ত্রুটিপূর্ণ ভোটার আইডি এখন আছে?
- কোন কোন রাজ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?
- এর ফলে পূর্ববর্তী কতগুলি নির্বাচন প্রশ্নের মুখে পড়েছে?
- অবিলম্বে কী ধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে?
- জাতীয় নির্বাচন কমিশন কীভাবে নিশ্চিত করবে যে নিজের ভুল শুধরাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন?

তৃণমূলের সাফ কথা, এটা মারাত্মক প্রশাসনিক গাফিলতি— আর তার চেয়েও ভয়ানক কিছু হয়ে থাকতে পারে।

সব জেনেও ব্যবস্থা নেয়নি মোদিরাজ্যের বিজেপি সরকার

বিপজ্জনক সেতু নিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল ৩ বছর আগেই

প্রতিবেদন: যেকোনও মুহূর্তেই বরোদার গম্ভীরা সেতু ভেঙে পড়তে পারে বলে মোদিরাজ্যের বিজেপি সরকারকে সতর্ক করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে থেকেই সেতুর অত্যন্ত রুগ্ণ দশার কথা জানানো হয়েছিল প্রশাসনকে। জানানো হয়েছিল, যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে মহিসাগর সেতুর উপরে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি। ২০২২ থেকে দফায় দফায় চিঠি পাঠানো হয়েছিল প্রশাসনকে। কিন্তু সেই সতর্কবার্তাকে আদৌ গুরুত্বই দেয়নি সরকার। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ২০২২ সালের অক্টোবরে মোরবীতে সেতু ভেঙে ১৩৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার দু'মাস আগেই এই গম্ভীরা সেতুর মেরামতির প্রয়োজনীয়তার কথা জানানো হয়েছিল সে-রাজ্যের গেরুয়া সরকারকে। সেতুর অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার কথা তুলে ধরে সড়ক এবং আবাসন দফতরকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বরোদা জেলা পঞ্চায়েতের সদস্য হর্ষদ সিং পারমার। তিনি বারবার বলেছিলেন, সেতুর যা অবস্থা তাতে যেকোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের বিপর্যয়। তাঁর দাবি ছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেতুটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হোক। সেতুটিতে যান চলাচল বন্ধ করে নতুন সেতু নির্মাণ করা হোক। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, দুর্ঘটনা ঘটলে কিন্তু দায়ী থাকবে সরকারই। পারমারের অভিযোগ, গাড়ি গেলেই কেঁপে উঠত সেতুটি। প্রাণ হাতে পারাপার করতে হত সেতু। গুজরাত সরকারকে বারবার বলা হয়েছিল সেতুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে প্রকাশ্যে আনা হোক রিপোর্ট। কিন্তু পাত্তাই দেয়নি কর্তৃপক্ষ। শুধুই আশ্বাস, দেখছি, দেখব। কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই জানতেন, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে সেতুটি। কিন্তু কোনও এক রহস্যজনক কারণে উদাসীন ছিল বিজেপি সরকার।

শেষপর্যন্ত বুধবার সকালে ভেঙেই পড়ল জরাজীর্ণ গম্ভীরা সেতু। এখনও মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩। কিন্তু স্থানীয়রা বলছেন, নিহতের সংখ্যা আরও বেশি। এছাড়া অনেকেই হাসপাতালে এখন লড়ছেন মৃত্যুর সঙ্গে।

১০ তৃণমূল নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ দিল্লির আদালতে

প্রতিবেদন : আবারও মুখ পুড়ল বিজেপি এবং দিল্লি পুলিশের। ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ-সহ ১০ জন তৃণমূল সাংসদ এবং নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের দায়ের করা মামলা খারিজ করে দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। অভিযোগমুক্ত করল ১০ জনকেই।

বিজেপি এবং দিল্লি পুলিশের ষড়যন্ত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ, সাংসদ দোলা সেন, নাদিমুল হক, সাকেত গোখেল, প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ, আবিররঞ্জন বিশ্বাস, বিবেক গুপ্তা, শান্তনু সেন এবং ছাত্রনেতা সুদীপ রাহার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল একটি মামলা। দিল্লি পুলিশের তরফে দায়ের করা এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় অভিযোগ করা হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সামনে ধরনা-প্রদর্শন করতে গিয়ে বিধিভঙ্গ করেছেন এই তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিটও পেশ করেছিল দিল্লি পুলিশ। সমন পেয়ে এই মামলায় আদালতে হাজিরাও দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ ১০ নেতা-নেত্রী। সেই সময়ে তাঁদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী কুণাল মিমানি এবং শ্রদ্ধা চিরানিয়া। দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের সামনে ধরনা প্রদর্শনের সময়ে কোনওভাবেই বিধিভঙ্গ বা শান্তিভঙ্গ করেননি তৃণমূল প্রতিনিধি দলের সদস্যরা, সাফ জানান এই দুই আইনজীবী।

মোদিকে অবসরের বার্তা সংঘপ্রধানের!

প্রতিবেদন : মোদিকে কি এবার অবসর নেওয়ার বার্তা দিচ্ছে আরএসএস? বৃহস্পতিবার নাগপুরে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের মন্তব্য উসকে দিয়েছে সেই জল্পনাকেই। একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে কারও নাম না করে সংঘপ্রধানের মন্তব্য, ৭৫ বছরের পর নিজে থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত। অন্যদের কাজ করতে দেওয়া উচিত। এই বার্তা যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যেই তা নিয়ে নিশ্চিত শাসক ও বিরোধীশিবিরের অনেকেই। এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। চাঁচাছোলা ভাষায় তাঁর মন্তব্য, মোদির জীবনে মোটো একটাই, কথা দিয়ে কথা না রাখা। এক্ষেত্রেও তাই হবে। সেপ্টেম্বরেই ৭৫-এ পা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। দেখার বিষয় এর পরে তিনি গদি ছেড়ে অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসান, না কি নিজেই ক্ষমতা আঁকড়ে বসে থাকেন। বিজেপির ঘোষিত নীতি হল, ৭৫ বছর বয়েস মানেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর। এই নীতি মেনেই রাজনৈতিক বানপ্রস্থে পাঠানো হয়েছে লালকৃষ্ণ আদবানি এবং মুরলি মনোহর যোশীর মতো প্রভাবশালী নেতাদের। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুর্সি ছাড়ার সাহস দেখাতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি?

সাতসকালেই কেঁপে উঠল দিল্লি-এনসিআর

প্রতিবেদন: বৃহস্পতির সকালে আচমকা ভূমিকম্প রাজধানীতে। সকাল ৯.০৪ মিনিট নাগাদ কেঁপে উঠল দিল্লি-সহ এনসিআরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কম্পন অনুভূত হল গুরগাঁও, নয়ডা, গাজিয়াবাদেও। জাতীয় ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের এপিসেন্টার দিল্লি থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে হরিয়ানার ঝজ্জরে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। ভূমিকম্পের জেরে দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন, কর্মব্যস্ত সকালে আচমকাই বাড়িতে ফ্যান এবং অন্য আসবাবপত্র কাঁপতে শুরু করে। আতঙ্কে তাঁরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। রাজধানী সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের নয়ডা এবং হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে একাধিক সংস্থার অফিসের কম্পিউটারগুলো কেঁপে ওঠে। কর্মীরাও ভয়ে বহু বহুতল ছেড়ে বাইরে চলে যান। দিল্লি ছাড়াও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তের মেরঠ এবং শামলিতে ও হরিয়ানার সোনিপত এবং হিসারেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

ভূমিকম্পের তীব্রতা ৪.৪

বিজেপির হরিয়ানা, প্রধান শিক্ষককে কুপিয়ে খুন করল স্কুলের দুই পড়ুয়া

প্রতিবেদন: এই হল বিজেপির শাসনে হরিয়ানার আইন-শৃঙ্খলার নমুনা। প্রধান শিক্ষককে কুপিয়ে খুন করল স্কুলের ২ ছাত্র। গভীর উদ্বেগজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার হিসারে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ২ পড়ুয়াকে চুল কাটিয়ে স্কুলে আসতে বলেছিলেন প্রধান শিক্ষক। স্কুলের শৃঙ্খলারক্ষার স্বার্থেই। কিন্তু হেডমাস্টারের কথা কানেই তোলেনি ওই ২ পড়ুয়া। অন্য অনেক কারণেও এর আগে বারবার শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল স্কুলে। কিন্তু কখনওই কঠোর পদক্ষেপ করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র সতর্ক

করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের শোধরানোর কোনও চেষ্টাই করেনি দু'জন। তবে তার পরিণতি যে এমন ভয়ঙ্কর হবে তা ভাবতেও পারেনি কেউ। চুল না কাটিয়ে স্কুলে আসার জন্য বুধবার ওই ২ ছাত্রকে ডেকে বকাবকি করেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু কে জানত ছাত্রদের মনে প্রতিহিংসার আগুনের কথা। স্কুল ছুটির পরে প্রধান শিক্ষক স্কুল থেকে বেরিয়েছেন সবেমাত্র। তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় ওই ২ পড়ুয়া। ভাবখানা এই, যেন কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছে তারা। কিন্তু আচমকাই হেডস্যারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছুরি দিয়ে কোপাতে শুরু করে দু'জনে। তারপরেই চম্পট দেয়। এখনও অধরা দু'জনে।

মেয়ের ওষুধ কিনতে না পেরে আত্মহত্যা

প্রতিবেদন: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মেয়ের জন্য ইনসুলিন কেনার মতো টাকাও ছিল না হাতে। মাথায় কয়েক কোটি টাকা দেনার বোঝা। শেষপর্যন্ত ফেসবুক লাইভে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না অসহায় বাবা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হলেন তিনি। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ে। রিয়েল এস্টেটের প্রতিষ্ঠিত ওই ব্যবসায়ীর আর্থিক অবস্থা কিছুদিন ধরেই খুব খারাপ। ফেসবুক লাইভে তাই মেয়ের জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বড় ধাক্কা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে ২৯ জন সেলিব্রিটির বিরুদ্ধে বেআইনি বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারির মামলা দায়ের হয়েছে। তালিকায় আছেন জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডা, রানা দাগ্গুবাতি, প্রকাশ রাজ, মঞ্চু লক্ষ্মী, নিধি আগরওয়াল, অনন্যা নাগাল্লা, শ্রীমুখী-সহ অনেকে

ইউরোপের শীর্ষ মানবাধিকার আদালতের রায়

মালয়েশিয়ার বিমান বিপর্যয়ের জন্য দায়ী রাশিয়া

দুর্ঘটনায় নিহত হন ২৮৩ যাত্রী ও ১৫ ক্রু-সদস্য

প্রতিবেদন: ইউরোপের শীর্ষ মানবাধিকার আদালত 'ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস' রায় দিয়েছে, মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এমএইচ১৭ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী রাশিয়া। মালয়েশিয়ার এই বিমান বিপর্যয়ের ফলে ২৮৩ জন যাত্রী এবং ১৫ জন ক্রু সদস্যের সকলের মৃত্যু হয়েছিল। ইউরোপিয়ান আদালতের রায়ের পাশাপাশি মস্কোর বিরুদ্ধে ইউক্রেন এবং নেদারল্যান্ড সরকারের আনা আরও তিনটি মামলায় আদালত রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর রায় দিয়েছে। ইউরোপিয়ান আদালতের পর্যবেক্ষণ, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইউক্রেনে রাশিয়ার নৃশংসতার যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা যথার্থ।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ১৭ জুলাই আমস্টারডাম থেকে কুয়ালালামপুরগামী মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি রাশিয়ার তৈরি একটি বুক ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা ভূপতিত করা হয়েছিল। এই ক্ষেপণাস্ত্র পূর্ব ইউক্রেনের রুশ অধিকৃত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে ছোড়া হয়। এই বিদ্রোহীরা মস্কোর প্রতি অনুগত এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। স্ট্রাসবার্গের একটি আদালত কক্ষে রায় পাঠ করতে গিয়ে আদালতের সভাপতি ম্যাথিয়াস গুইওমার বলেন, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে ক্ষেপণাস্ত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে এমএইচ১৭-এর দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সম্ভবত ভুলবশত এটিকে একটি সামরিক বিমান মনে করেছিল হামলাকারীরা। ইউরোপিয়ান আদালতের

বিচারকরা জানিয়েছেন, ফ্লাইট এমএইচ১৭ বিপর্যয়ে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে রাশিয়া। মস্কো এই বিষয়ে সঠিক তদন্ত করতেও ব্যর্থ হয়েছে। নিহতদের আত্মীয়স্বজন এবং স্বজন-বন্ধুদের যন্ত্রণাকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। ঘটনা হল, গত মে মাসে রাষ্ট্রসংঘের বিমান চলাচল সংস্থাও এই দুর্ঘটনার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছিল। ইউরোপিয়ান আদালত বিমান দুর্ঘটনা ও কয়েকশো মানুষের মৃত্যুর জন্য পুতিন প্রশাসনকে দায়ী করার পাশাপাশি ২০২২ সাল থেকে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের জেরে লাগাতার গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস এবং ইউক্রেনীয় শিশুদের অপহরণের জন্যও রাশিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। গুইওমার বলেন যে, রুশ বাহিনী ইউক্রেনে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন করে এমন আক্রমণ চালিয়েছে যা হাজার হাজার অসামরিক নাগরিককে হত্যা ও আহত করেছে এবং ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ফরাসি বিচারক আরও বলেন, আদালত দেখতে পেয়েছে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন যেকোনও সামরিক উদ্দেশ্যের বাইরে চলে গিয়েছে এবং ইউক্রেনের মনোবল ভাঙার কৌশলের অংশ হিসেবে যৌন সহিংসতা ব্যবহার করা হচ্ছে। গুইওমার আরও বলেন, যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহার ছিল চরম নৃশংসতার একটি কাজ যা নির্যাতনের শামিল। ৫০১ পৃষ্ঠার রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, বিচার সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশ নিতে অস্বীকার করে ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে রাশিয়া, যা আদালতের ভিত্তি। ইসিএইচআর ইউরোপ কাউন্সিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মহাদেশের প্রধান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান। ২০২২ সালে মস্কোর সর্বাত্মক আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় আদালতের পরিচালনা পর্ষদ রাশিয়াকে বহিষ্কার করে। তবে, আদালত এখনও বহিষ্কারের আগের তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলা মামলাগুলি পরিচালনা করতে পারে এবং আইনত দেশটি এখনও বিচারবিষয়ক কার্যক্রমে অংশ নিতে বাধ্য। বিমান দুর্ঘটনার মামলার পরবর্তী পর্যায়ে আদালত আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়ে রায় দেবে। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আশা খুবই কম।

আকাশে ২ বিমানের সংঘর্ষ, মৃত্যু হল ভারতীয় পাইলটের

প্রতিবেদন: কানাডায় মাঝআকাশে মুখোমুখি সংঘর্ষ দুই বিমানের। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বিমানের দুই পাইলটের। তাঁদের মধ্যে একজন ভারতীয়। জানা গিয়েছে, মৃতরা দু'জনেই সেখানে পাইলট হওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। টেক অফ এবং ল্যান্ডিংয়ের পদ্ধতি নিয়ে ট্রেনিংয়ের সময়েই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে কানাডার মানিটোবা এলাকার হার্ভস এয়ার পাইলট ট্রেনিং স্কুলে। সংঘর্ষে দুই বিমান ভেঙে পড়ার জেরে মৃত্যু হয় প্রশিক্ষণ নেওয়া দুই তরুণ পাইলটের। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু'জনের দেহ। পরে জানানো হয়, মৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয়। শ্রীহরি সুকেশ নামে ২৩ বছর বয়সি ওই ট্রেনি পাইলট কেরলের কোচির বাসিন্দা। কানাডায় গিয়েছিলেন পাইলট হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে। কিন্তু মাঝআকাশেই থেমে গেল তাঁর উড়ান। সুকেশের সহপাঠী ২০ বছর বয়সি সাভানা মে রয়েসেরও মৃত্যু হয়েছে এই দুর্ঘটনায়।

কানাডা

ট্রাম্পের হুমকি, পাল্টা মুখ খুলল লুলার ব্রাজিলও

প্রতিবেদন: শুল্কযুদ্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির মুখে এবার ব্রাজিল। সেদেশের প্রেসিডেন্ট বলসোনারো ছিলেন ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক। তাঁকে হারিয়ে ক্ষমতায় এখন লুলা। তিনি আবার ট্রাম্পের চক্ষুশূল। এবার তাই পুরনো বন্ধু বলসোনারোকে সমর্থন করে ব্রাজিলের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও তা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ব্রাজিলও। প্রেসিডেন্ট লুলা বলেছেন, কারও অন্যায় চোখরাঙানিকে ভয় পাই না। ব্রাজিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা ডা সিলভা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ব্রাজিল একটি সার্বভৌম দেশ। ফলে অন্য দেশের হুমকি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুলার কাছে হারের পরও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলসোনারো ক্ষমতা ধরে রাখতে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। পুরনো বন্ধু বেকায়দায় পড়তেই ট্রাম্প বলছেন, বলসোনারো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। তাঁর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়াই উচিত ছিল না।

প্রশ্ন দিল্লির বিজেপি সরকারকে

(প্রথম পাতার পর) শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত, যাঁরা দিল্লির নির্মাণ ও শ্রমক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদেরই জল, বিদ্যুৎ এবং বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার কেড়ে নিল দিল্লির বিজেপি সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এসব হচ্ছেটা কী? কলোনিতে জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হল। বেসরকারি জলের ট্যাঙ্কার এনে জল সরবরাহের চেষ্টা করলেও দিল্লি পুলিশ ও র‍্যাফ মিলে তা আটকাচ্ছে। এমনকী বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও জোরপূর্বক উচ্ছেদ-অভিযান চালানো হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের জল, বিদ্যুৎ, বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে আমরা কীভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে দাবি করি?

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলায় বাঙালিদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বিজেপি এখন দেশের অন্যান্য রাজ্যে বাংলা-বিরোধী মনোভাব পোষণ করছে। গুজরাত, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের নিশানা করা হচ্ছে। এবং এখন সেই শত্রুতা জাতীয় রাজধানীতেও পৌঁছে গিয়েছে। বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বললেই কেউ বাংলাদেশি হয়ে যায় না। এই ভাষাভাষীরা ভারতের নাগরিক। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের অনুপ্রবেশকারী বলে দেগে তাঁদের উপর যে আচরণ করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, আমরা চুপ করে থাকব না। বাংলার মানুষকে এদেশে অনাহূত অতিথির মতো ব্যবহার করলে আমরা তার বিরুদ্ধে সবরকম মঞ্চে প্রতিবাদ জানাব। বাংলার সরকার সমস্ত নিপীড়িত কণ্ঠের পাশে দাঁড়াব। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব। উল্লেখ্য, দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকায় ১,২০০-রও বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ থাকেন। তাঁদের অনেকেই কোচবিহার থেকে গিয়েছেন। দু'দিন ধরে তাঁরা বিদ্যুৎ আর জল পাচ্ছেন না। সমস্ত লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে প্রতিহিংসাবশত। জল-বিদ্যুৎ ছাড়াই তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের এখন 'বাংলাদেশি' দাগিয়ে দিয়ে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে, যাতে জমি দখল করা যায়! এই দমন-পীড়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিজেপি-আশ্রিত দালালরা, যারা জমির দখল নিতে চায়। তাদের সাহায্য করছে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার পুলিশ আর রাজ্য প্রশাসন। এই ঘটনার মধ্যেই পরিষ্কার, গোলগাপ্পা যতই চেষ্টা করুক, ফুচকা হতে পারবে না। আর বিজেপি? কোনওদিনও বাংলা জয় করতে পারবে না। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাফ কথা, বিজেপি বাংলার মানুষকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তাই মোদি-শাহরা ভোটের আগে বাংলার প্রতি ভালবাসার অভিনয় করলেও বাংলা দখলে বারবার ব্যর্থ হয়।

কাশ্মীরের নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর) প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্যের সরকারের সঙ্গে কথা বলে নিরাপত্তা জোরদার করা। এদিন কাশ্মীরকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা বলে অভিহিত করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমি কাশ্মীরকে ভালবাসি, কাশ্মীরের ভাই-বোনদের ভালবাসি। কাশ্মীরের পাশে থাকব সবসময়। পশ্চিমবঙ্গ ও কাশ্মীর সরকার একসঙ্গে পর্যটন ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশে কাজ করবে।

তিন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড

(প্রথম পাতার পর) পরিবারের লোকজনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারা সকলেই নাবালিকার পূর্ব-পরিচিত। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় নাবালিকাকে বলে অভিযোগ। মামলায় মোট ২৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বৃহস্পতিবার তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। তাদের ফাঁসির সাজা শোনানো হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসছে শ্রীজিৎ রায় এবং সৌভিক চক্রবর্তীর ছবি 'কাদের কুলের বৌ'। ছবিটি আদ্যোপান্ত ভূতের। ছবিতে রয়েছেন অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়। প্রথম ভৌতিক ঘরানার ছবিতে দেখা যাবে কৌশানীকে

গোলাপের যেমন নামে কিছু এসে যায় না, তেমনই ভালোবাসার চিৎকার, শীৎকার কিংবা হাহাকারের শব্দগুলো শহর মেট্রো না মফসসল— তার তোয়াক্কা করে না। তবু অনুরাগ বাসু ভালোবাসেন, মেট্রো শহরের কুশী-লবদের সম্পর্ক কিংবা তার যাপনের জাল বিছোতে। 'মেট্রো ইন দিনো' সেই মায়াজালেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা এক ছবি। লিখছেন **প্রীতিকণা পালরায়**

মেট্রো ইন দিনো

কিছু কিছু স্বপ্ন, কিছু কিছু ভালোবাসা ও আমরা

"কিছু কিছু স্বপ্ন আছে, যা সারা জীবন সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিছু কিছু ভালোবাসা আছে, যা রক্তের সঙ্গে, চোখের জলের সঙ্গে মিশে থাকে আজীবন, সমস্ত জীবন।" প্রিয় কবির চরণ ক'খানি কখন অন্যমনে মাথায় এসে জড়ো হল টের পাওয়ার মধ্যেই ছবি শেষ! হ্যাঁ, শুরুতেই শেষের কথা বলতে হল কারণ পরিচালক অনুরাগ বাসু তাঁর সিগনেচার 'লাইফ ইন আ মেট্রো' (২০০৭) ছবির সিক্যোয়েল 'মেট্রো ইন দিনো'র শেষ পনেরো মিনিটে ক্যানভাসে যে হোরি খেলেছেন তা শেষ হয়েও হইল না শেষের অনুরণন রেখে যায় দর্শক-মনে। অনুরাগ এটা পারেন। সেই 'গ্যাংস্টার'-এর দিনকাল থেকেই। গতি, আবেগের গ্রাফ, ছোট-বড় চরিত্রের ক্রমান্বয় টানাপোড়েন আর তাদের মুহূর্তে মুহূর্ত-যাপন। হাসতে হাসতে তিনি গল্প গড়েন যাতে লুকিয়ে থাকে কান্না আর আহাজারির টনটনে অনুভব। এ-ছবিও ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাস, দেশপ্রেম, রক্তাক্ত থ্রিলার কিংবা সাইফাই-এর ভিড়ে আমরা সেলুলয়েডে আমাদের ঘরের কথা মনের ব্যথা বলতে ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি। অনুরাগ মনে করিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে অতীত-ছায়ায় থেকেও কী দক্ষতায় সমকালকে বেঁধে ফেলা যায়, একই সঙ্গে নস্টালজিয়ার চটপটা স্বাদকেও প্লেটে সাজিয়ে প্রেজেন্ট করা যায় মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। আর এ-মুগ্ধতার একটাই শর্ত, সময়ের স্রোতকে গ্রহণ করতে জানতে হবে! আটকে পড়েছ কী ছিটকে গেছ!

মাল্টিস্টারার ছবিটি তিনটি প্রজন্মের মননকে ধরেছে সমান দক্ষতায়। শুধু মুম্বই নয় অনুরাগ এবার কানেক্ট করেছেন বেশ ক'টি মেট্রো শহরকে। দিল্লি, কলকাতা, পুনে, বেঙ্গালুরু। চরিত্রদের দৌড় করিয়েছেন সঙ্গে তাদের গল্পকেও। সঞ্জীব (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়)-শিবানী (নীনা গুপ্তা) ও তাদের দুই কন্যা কাজল (কঙ্কণা), চুমকি (সারা)র গল্পের কথা বলতে গিয়ে এসেছে আরও চরিত্র। কেউ সরাসরি, কেউ সহযোগী কিংবা সূত্রধর হয়ে। যেমন, পার্থ (আদিত্য রায় কাপুর)। আদ্যন্ত অথর-ব্যাকড চরিত্র এবং আখ্যানের অন্যান্য চরিত্রের মতো অবশ্যম্ভাবী আপস, অস্থিরতা, প্রেম, প্রেমহীনতা, সন্দেহ, সিদ্ধান্তহীনতায় দীর্ণ নয় বলে একঝলক টাটকা বাতাস হয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়। তার জীবন-দর্শন যেমন চুমকিকে টানে, তেমনই টানে দর্শককেও। আবার পার্থের বন্ধুত্বের সংজ্ঞাও এমনই খোলামেলা, উদার, মনে হতে বাধ্য, আহা, এমন বন্ধু আর কে আছে! ছবিতে পার্থের বন্ধু আকাশ (আলি ফজল) ও শ্রুতি (ফাতিমা সানা শেখ) এমন দম্পতি, যাদেরও সম্পর্কের ভিত্তি-প্রস্তরে বন্ধুত্ব নামক উপকরণটিই প্রাধান্য পায় কিন্তু সমকালীন সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়।

শাশ্বত সারা ভারতে দাপিয়ে অভিনয় করছেন, বাঙালি হিসেবে তা গর্বের। সঞ্জীবের চরিত্রটি ভীষণ চেনা। আমাদের আশপাশে, নিজেদের ঘরে সঞ্জীবদের ছড়াছড়ি। যারা স্ত্রীর আবেগ, চাওয়া-পাওয়া কিংবা ইচ্ছেগুলোর খবর না রেখে পাশাপাশি আজীবন কাটিয়ে দেয়। অথবা যখন টের পায় তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে! একই সঙ্গে শিবানীরাও অভ্যেস আর নিয়মের জালে হাঁসফাঁস হয়ে নিজের দিকে ফেরার ভাবনা ভাবতেই যখন ভুলে যায়, সুযোগ সামনে কড়া নাড়লেও মুখ ফিরিয়ে রাখে তখন আচমকাই জীবন ফের হাতছানি দেয় হয়তো কলেজ রি-ইউনিয়নের কার্ড হয়ে! ধূসর জীবন ফের সবুজের ডাক পায়! চরিত্রটি নীনা সুন্দর রূপ দিয়েছেন। তবে ছবির যে চরিত্র অভিনয়ে অন্যদের দশ গোল দিয়েছে (বাকিরা যে যার মতো চূড়ান্ত ভাল হওয়া সত্ত্বেও) তিনি হলেন কঙ্কণা সেনশর্মা। চরিত্র ওভার রিঅ্যাক্ট করছে যখন তখনও কঙ্কণা কী অসাধারণ স্বাভাবিক আর সাবলীল। আর 'মেট্রো'তে কঙ্কণার কথা বলতে গেলেই যার কথা অবধারিত বুক-ভার করে, সে মন্টি, ২০০৭-এ যে চরিত্রটি করে গেছেন ইরফান খান। ২০২৫-এ যে ভূমিকায় পঙ্কজ ত্রিপাঠী। পঙ্কজ, তাঁর কাজ-কারবার, অভিনয় দুর্দান্ত, তবু ইরফান একজনই হন!

১৬২ মিনিটের ছবিটি নিজস্ব ভঙ্গিমায় চরিত্রদের ব্রিফ দেয় ছবির শুরু থেকেই। সহযোগী, সুরকার প্রীতম ও তার ব্যান্ড। যেমনটা ছিল আগের ছবিতেও। তফাত একটাই, আঠেরো বছর আগের ছবিটির সুর ও কথা আজকের আঠেরোর তরুণও গুনগুন করে কিন্তু এ-ছবির সঙ্গীত তেমন আচ্ছাদন দিতে সক্ষম হয় না। বরং সময়ে সময়ে যে নৈঃশব্দ্য দাবি করে সিনেম্যাটিক-মুহূর্তগুলি তাতে বাধা হয়ে ওঠে। হাইপার-লিঙ্ক ছবিতে চরিত্রদের দ্রুত প্রতিষ্ঠা করার তাড়না থেকে অনুরাগ এমনটা করতে পারেন অথবা তাঁর মনে হতে পারে পরিবর্তিত দর্শক-মন নিস্তব্ধতার ভাষা পড়তে উৎসাহী নন, তারা প্রতি মুহূর্তে ফ্রেমের বদল চান, তাই শুরু থেকেই অনুরাগ চড়া-সুর সঙ্গে করে দৌড়েছেন। কিন্তু মস্তিষ্ক দৌড়লেও মন জিরোতে চায়, যেটা সামান্য হলেও মিসিং। আর আছে কিঞ্চিৎ বাড়তি মেদ যা অনায়াসেই ঝরিয়ে ফেলা যেত। যেমন, পরিমল (অনুপম খের)-শিবানী'র কলকাতার অংশ, চুমকি-মন্টির গোয়ার অংশ, কিয়দংশে শ্রুতি-আকাশের গল্প এবং পরিমলের পারিবারিক কাহিনি। এই সূত্রে ঝিনুক (দর্শনা বণিক) চরিত্রটি এসেছে এবং তা অনেকটাই অনাবশ্যক। তবে সংক্ষিপ্ত হলেও নব-প্রজন্মের যৌন-পরিচয় সংক্রান্ত যে ক্রাইসিস হালফিলের অন্যতম 'ইস্যু' অনুরাগ তা ছুঁয়ে গেছেন এত ঘটনার মাঝেও এবং ভারী মোলায়েমভাবে। এতগুলি চরিত্র ও তাদের গল্পকে এমন মোলায়েম বুনোটে বাঁধার কাজে বোধাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশ গৌড়া সফল। কাহিনি, চিত্রনাট্য, পরিচালনার পাশাপাশি অনুরাগ ক্যামেরাতেও হাত লাগিয়েছেন সিনেমাটোগ্রাফার অভিষেক বাসুর সঙ্গে।

এতকিছুর পরেও যেটা থেকে যায় সেটা ব্যবসা। উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে ১৬.১৭ কোটির ব্যবসা করেছে 'মেট্রো ইন দিনো'। ছবিটি দূর-পাল্লার দৌড়ে সক্ষম হবে কিনা তা জানার জন্য একটু অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ শুরুতেই হলিউড-হাইপ 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড : রিবার্থ'-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে, এবার দ্বিতীয় সপ্তাহে হবে আরও একটি বিগ-বাজেট হলিউড রিলিজ 'সুপারম্যান'-এর সামনা-সামনি। শ্রুতি-আকাশ-কাজল-চুমকিরা ফাইট করে জেতার চেষ্টায় রয়েছেন নিজেদের জীবনে, এবার দেখার অনুরাগের ছোঁয়া পূর্বসূরিদের মতো তাঁদেরও স্থায়িত্ব দিতে পারে কিনা।

১৪
১১ জুলাই
২০২৫
শুক্রবার

মাঠে ময়দানে

11 July, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রিয়ালের জার্সিতে শেষবার নেমে ০-৪ হার লুকা মদ্রিচের। বললেন চাইনি মুহূর্তটা আসুক। কিন্তু এটাই জীবন

কর ফাঁকি, জেল আনচেলোত্তির

■ **মাদ্রিদ** : বর্তমানে তিনি ব্রাজিলের কোচ। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। আর তাতেই তাঁর বিরুদ্ধে উঠল কর ফাঁকির অভিযোগ। শুধু অভিযোগ কেন, এক বছর জেলের সাজাও শোনানো হল কার্লো আনচেলোত্তিকে। যখন রিয়ালে ছিলেন, এটা সেই সময়কার ঘটনা। তবে আনচেলোত্তিকে অবশ্য জেলে যেতে হচ্ছে না। ৩৮৬,৩৬১.৯৩ ইউরো শুধু জরিমানা দিতে হবে। প্রাক্তন রিয়াল কোচ আগেই বলেছিলেন যে, কখনও কর ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেননি। ঘটনা এতদূর যাবে তাও বোঝেননি।

ছুটিতে শ্রেয়স

■ **মাদ্রিদ** : শুভমন গিলের ভারত যখন লর্ডসে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছে, তখন তারকা ব্যাটার ছুটির মুডে। টেস্ট দলে ব্রাত্য শ্রেয়স আইয়ার ছুটি কাটাচ্ছেন স্পেনে। মাদ্রিদ-সহ স্পেনের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণের ছবি, ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন শ্রেয়স। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলে জায়গা হয়নি মুম্বইকরের। ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি ভারতীয় দলের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এবারের আইপিএলেও ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান করেছেন শ্রেয়স। তবু টেস্ট দলে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন তিনি।

বাবার হাতে খুন

■ **গুড়গাঁও** : বাবার হাতে খুন হলেন টেনিস খেলোয়াড় মেয়ে! হাড়হিম করা এই ঘটনা ঘটেছে হরিয়ানার গুড়গাঁওয়ে। মৃত টেনিস খেলোয়াড়ের নাম রাধিকা যাদব। ২৫ বছর বয়স রাধিকা রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়। একটি টেনিস অ্যাকাডেমিও চালাতেন। জানা গিয়েছে, রাধিকার বাবা মেয়েকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালান। এর মধ্যে তিনটি গুলি রাধিকার বুকে লাগে। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। রাধিকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর খুনি বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কেন ওই ব্যক্তি নিজের মেয়েকে গুলি করে খুন করলেন, তার কারণ জানার জন্য শুরু হয়েছে তদন্ত।

রিয়ালকে উড়িয়ে ফাইনালে পিএসজি

নিউ জার্সি, ১০ জুলাই : রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে চূর্ণ করে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজি। পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথমবার খেলতে নেমে হতাশ করলেন কিলিয়ান এমবাপে। অন্যদিকে, অসাধারণ খেললেন পিএসজির উসমান ডেম্বেলে।

চোটের কারণে দুই নিয়মিত ডিফেন্ডার ডিন হাউসেন ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডকে এই ম্যাচে পায়নি রিয়াল। গোটা ম্যাচে বারবার চোখে পড়ল তাঁদের অভাব। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে উপস্থিত ৭৭ হাজার দর্শকের মধ্যে ৯৫ শতাংশ ছিলেন রিয়াল সমর্থক। কিন্তু তাঁদের হতাশায় ডুবিয়ে প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই দু'গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। খেলার ৬ মিনিটেই রাউল আসেনসিওর ভুলে বল পেয়ে যান ডেম্বেলে। তাঁর শট রিয়াল গোলকিপার থিবো কুতোয়া রুখে দিলেও, ফিরতি বলে গোল করে যান ফাবিয়ান রুইজ।

তিন মিনিটের মধ্যেই ২-০। জুড বেলিংহ্যামের বাড়ানো পাস নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি আন্তোনিও রুডিগার। সেই সুযোগে বল ছিনিয়ে নিয়ে গোল করে যান ডেম্বেলে। চলতি মরশুমে যা সব মিলিয়ে তাঁর ৩৫তম গোল। অসাধারণ একটা মরশুম কাটাচ্ছেন ফরাসি উইঙ্গার। জোড়া গোল হজমের ধাক্কা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার আগেই ০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে রিয়াল। ২৪ মিনিটে ফেদে ভালভের্দেকে গতিতে পিছনে ফেলে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন রুইজ। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি রিয়াল। বিরতির পর (৮৭ মিনিটে) পিএসজির চার নম্বর গোলটি করেন গঞ্জালো র‍্যা মোস। গোটা তিনেক সহজ সুযোগ হাতছাড়া না করলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত পিএসজি। গোটা ম্যাচে এমবাপেকে কার্যত খুঁজেই পাওয়া গেল না!

পিএসজির জয়ের নায়ক ডেম্বেলে। ক্লাব বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে।

এদিকে, রিয়ালের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন লুকা মদ্রিচ। ৩৯ বছর বয়সি মিডফিল্ডার নতুন মরশুমে খেলবেন এসি মিলানের হয়ে। রিয়ালের জার্সিতে ১৩ মরশুমে ২৮টি ট্রফি জেতা মদ্রিচের বিদায়ী মুহূর্তটা স্মরণীয় হল না। ম্যাচের পর হতাশ রিয়াল কোচ জাবি আলোন্সো বলেছেন, শুরুতেই দু'গোলে পিছিয়ে পড়ার পর আমরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি। স্বীকার করতেই হবে, যোগ্য দল হিসাবেই পিএসজি জিতেছে। তবে নতুন মরশুমে রিয়ালকে চেনা ছন্দে দেখা যাবে।

অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর আরও একটি আন্তর্জাতিক ট্রফি জেতার সুযোগ পিএসজির সামনে। কোচ লুইস এনরিকে বলছেন, অসাধারণ একটা মরশুম কাটাচ্ছি। জেতার পাশাপাশি আমার ফুটবলাররা দর্শনীয় ফুটবল উপহার দিয়েছে। এবার অন্তিম যুদ্ধটা জিততে চাই।

সীমার মধ্যেই ছিল জোতার গাড়ি

দাবি প্রত্যক্ষদর্শীর

মাদ্রিদ, ১০ জুলাই : দিয়েগো জোতার ল্যাম্বরগিনি মোটেই ওভার স্পিড করেনি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক ট্রাক ড্রাইভার এই তথ্য জানিয়েছেন।

ঘটনার দিন জোতা যে ল্যাম্বরগিনি হারিকেন চালাচ্ছিলেন, তা ২০০ মাইল গতিতে চালানো যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী জোস আজেভেদো বলেছেন, গাড়ি নির্দিষ্ট গতির মধ্যেই ছিল। তার আগে প্রাথমিক ফরেন্সিক রিপোর্ট বলেছিল হাইওয়েতে নির্ধারিত গতি অতিক্রম করাতেই ল্যাম্বরগিনি চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। পরে গড়াগড়ি খেয়ে তাতে আগুন ধরে যায়।

আজেবাদো বলেছেন, তিনি ল্যাম্বরগিনির রং বলে দিতে পারেন। আর এই রাস্তা তাঁর খুব ভাল চেনা। সোম থেকে শনিবার এই রাস্তাতেই তিনি ট্রাক চালিয়ে যান। তাঁর কথায়, প্রথমে আমি ভিডিও করছিলাম। পরে সাহায্যের জন্য ছুটে যাই। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি। এরপর রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি। তখনও জানতাম না গাড়িতে কে ছিল।

উত্তর-পশ্চিম স্পেনের এই হাইওয়ে পর্তুগাল সীমান্তের দিকে গিয়েছে। এই রাস্তায় প্রায়ই ওভার স্পিডের ঘটনা ঘটে। ২০২১-এ ১৫ হাজার ওভার স্পিডের ঘটনা ঘটেছিল। জরিমানাও হয়েছে। জোটার মৃত্যুর দু'দিন আগে এক ষাটোর্ধ্ব প্রবীণা ওই রাস্তায় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই রাস্তাকে বিপজ্জনক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল আগেই। স্পেন পুলিশ জানিয়েছে, জোটাই সেদিন গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পাশে ছিলেন তাঁর ভাই। তারা অবশ্য এখনও গাড়ির ওভার স্পিড তত্ত্বেই পড়ে আছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যতই অন্য কথা বলুন।

প্রয়াত তারকার স্মরণে ম্যাচ লিভারপুলের

লিভারপুল, ১০ জুন : প্রয়াত দিয়েগো জোতার স্মরণে রবিবার ম্যাচ খেলবে লিভারপুল। সেদিনই অ্যানফিল্ডে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু করছে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা। নতুন মরশুমের প্রস্তুতি শুরু করার দিনই প্রয়াত জোতার স্মরণে একটি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে ক্লাব। লিভারপুলের বিরুদ্ধে ম্যাচটি খেলবে প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব প্রেস্টোন। ম্যাচটি ইংল্যান্ডের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে। ম্যাচে জোতার ২০ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন ফুটবলাররা। ম্যাচের আগে ও পরে প্রয়াত ফুটবলারকে স্মরণ করবেন তাঁরা। পর্তুগালের গোন্দোমারে গত সপ্তাহে জোতার শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছেন লিভারপুল এবং পর্তুগাল দলে প্রয়াত ফুটবলারের সতীর্থরা। লুইস দিয়াজ, অ্যালিসনের মতো যাঁরা শেষকৃত্যে থাকতে পারেননি, তাঁরা অ্যানফিল্ডে সাতদিনের শোকজ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জোতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং স্মৃতিচারণা করেছেন। এদিকে জোতার মৃত্যু নিয়ে পুলিশের ফরেনসিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, দ্রুতগতিতে ল্যাম্বরগিনি চালাচ্ছিলেন লিভারপুলের তারকা ফুটবলার। হাইওয়েতে গতিসীমা অতিক্রম করার জন্যই হয়তো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায় এবং গাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। কিন্তু এর অন্যরকম ব্যাখ্যাও এসেছে।

ছিটকে গেলেন সাবালেঙ্কা, জয়ী ইগা

আজ ছেলেদের সেমিফাইনাল

লন্ডন, ১০ জুলাই : উইম্বলডনের সেমিফাইনাল থেকেই ছিটকে গেলেন শীর্ষ বাছাই তথা মেয়েদের এক নম্বর এরিনা সাবালেঙ্কা! বৃহস্পতিবার তাঁকে হারিয়ে বড় চমক দিলেন আমেরিকার অ্যামান্ডা অ্যানিসিমোভা।

তবে মেয়েদের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কোনও অঘটন ঘটেনি। খেতাবের আরেক দাবিদার ইগা সুইয়াটেক স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন সুইজারল্যান্ডের অবাছাই খেলোয়াড় বেলিন্ডা বেনসিককে। এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময় নিয়ে ইগা ৬-২, ৬-০ সেটে ম্যাচ জিতে নেন।

অন্যদিকে, উইম্বলডনের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন অধরাই সাবালেঙ্কার। ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, অ্যানিসিমোভার কাছে ৪-৬, ৬-৪, ৪-৬ সেটে হেরে বিদায় নিলেন সাবালেঙ্কা। এই নিয়ে তৃতীয় উইম্বলডনের সেমিফাইনাল খেলেও, ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ বেলারুশ তরুণী। ২৩ বছর বয়সী অ্যানিসিমোভা এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন।

হেরে কোর্ট ছাড়ছেন সাবালেঙ্কা। বৃহস্পতিবার।

এদিকে, শুক্রবার ছেলেদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ মুখোমুখি হবেন বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনারের। অন্য সেমিফাইনালে শেষ দু'বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারেজের প্রতিপক্ষ টেলর ফ্রিৎজ।

দু'বছর আগে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে সিনারের মুখোমুখি হয়েছিলেন জকোভিচ। সেবার সার্ব তারকা বাজিমাত করলেও, দু'জনের শেষ পাঁচটি সাক্ষাতে প্রতিবারই জকোভিচকে হারিয়েছেন সিনার। তবে এবারের উইম্বলডনে কনুইয়ের চোট ভোগাচ্ছে সিনারকে। ২৩ বছর বয়সী ইতালীয় তারকা অবশ্য বলছেন, পেনকিলার খেয়ে কোর্টে নামছি। তবে যন্ত্রণা আগের থেকে অনেকটাই কম। আশা করি, ১০০ শতাংশ ফিট হয়েই সেমিফাইনালে নামব।

এদিকে, ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় থেকে দুটো জয়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আলকারেজ। তাঁকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেন ফ্রিৎজ। পঞ্চম বাছাই মার্কিন তারকা এই প্রথমবার উইম্বডনের শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে দু'জনের মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে রয়েছেন আলকারেজ। দু'বার খেলে দু'বারই ফ্রিৎজকে হারিয়েছেন স্প্যানিশ তারকা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আরও খারাপ অবস্থা ভারতীয় ফুটবলের। ফিফা ক্রমতালিকায় সাত ধাপ নেমে সুনীল ছেত্রীরা এখন ১৩৩ নম্বরে

মাঠে ময়দানে

জবির গোলে জিতল ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবার ১ ভবানীপুর ০

প্রতিবেদন : কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে বৃহস্পতিবার গ্রুপে সবচেয়ে কঠিন ম্যাচটা খেলতে নেমেছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। প্রতিপক্ষ ছিল জয়ের ছন্দে থাকা শক্তিশালী ভবানীপুর। শেষ দুই ম্যাচে তারা সাত গোল করেছিল। কিন্তু বিধাননগর পুরসভার মাঠে জবি জাস্টিনের করা একমাত্র গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে কলকাতা লিগে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচের পর অপরাজিতই থাকল ডায়মন্ড হারবার। শেষ ২০ মিনিট দশজনে খেলেও গোল ধরে রাখতে সক্ষম হয় ডায়মন্ড। গোলকিপার সুস্নাত মালিকের পাশাপাশি রক্ষণে বিক্রমজিৎ সিং, শুভদীপ ঘোষ, নয়ন টুডুরা নির্ভরতা দেন। লিগে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট ডায়মন্ড হারবারের। ভবানীপুরের এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ পয়েন্ট।

ভবানীপুরের আক্রমণভাগে ছিলেন বিদ্যাসাগর সিংয়ের মতো স্ট্রাইকার। এবারের লিগে তাঁর হ্যাটট্রিক রয়েছে। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার তাঁকে রুখে দিয়েই বাজিমাত করল। শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখার চেষ্টা করেছিল ডায়মন্ড হারবার। বর্ষার কাদামাঠে বল নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছিল। বর্ষার মাঠে ফুটবলারদের চোট পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তার উপর ডায়মন্ড হারবারের একাধিক ফুটবলার অসুস্থতার কারণে এদিন খেলতে পারেননি। তাই জবি, নরহরি শ্রেষ্ঠা, বিক্রমজিৎ, সুপ্রিয় পণ্ডিতের মতো সিনিয়রদের নামাতে বাধ্য হন ডায়মন্ড হারবারের কলকাতা লিগের কোচ দীপাঙ্কর শর্মা। সিনিয়র ও জুনিয়রদের সংমিশ্রণে দল গড়েই তিন পয়েন্ট তুলে নিয়ে জয়ের ছন্দ বজায় রাখে ডায়মন্ড হারবার। ৩২ মিনিটে কর্নার থেকে বিশাল দাসের ভাসানো বল ভবানীপুর গোলকিপার প্রিয়ন্ত সিং ধরতে না পারায় বক্সে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের এড়িয়ে ফাঁকায় পেয়ে যান জবি। বল জালে জড়িয়ে ডায়মন্ড হারবারকে এগিয়ে দেন দুই প্রধানে খেলা কেরলের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড। এই গোলের পর বিরতির আগেই একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। না হলে ব্যবধান বাড়িয়েই বিরতিতে যেতে পারত ডায়মন্ড হারবার।

দ্বিতীয়ার্ধে নরহরির পরিবর্তে অভিজ্ঞ রাহুল পাসোয়ানকে নামিয়েছিলেন ডায়মন্ড কোচ। রাহুলও একটি সহজতম গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। তার মধ্যেই বিশাল দাস লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যেতে শেষ ২০ মিনিট দশজনে খেলতে হয় ডায়মন্ড হারবারকে। কিন্তু ভবানীপুরের চাপ সামলে রক্ষণ আগলে জয় নিশ্চিত করে তারা। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সচিব মানস ভট্টাচার্য বলেন, দ্বিতীয়ার্ধে ভবানীপুরের চাপ ছিল বেশি। আমরা একটু বেশি রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ি। তবে আমাদের ছেলেরা ভাল খেলেছে। শেষ দিকে দশজনে খেলেও আমরা ভবানীপুরের মতো দলের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট পেয়েছি। এই জয় দলের নতুনদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

নরহরিদের সঙ্গে গোলের উচ্ছ্বাস জবির (মাঝে)। বৃহস্পতিবার বিধাননগরের মাঠে।

দলে তিতাস

মুম্বই : আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারত 'এ' মহিলা ক্রিকেট দল। সেই দলে সুযোগ পেলেন বাংলার তিতাস সাধু। চোটের কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিতাস। তবে এখন তিনি ফিট। তিতাস ছাড়া চোট সারিয়ে 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছেন স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাটিলও। দলকে নেতৃত্ব দেবেন রাধা যাদব। প্রসঙ্গত, তিতাস ও শ্রেয়াঙ্কা দু'জনেই সিনিয়র দলেরও সদস্য। চোটের জন্য শেষ কয়েকটা সিরিজে খেলতে পারেননি। বাংলার আরও দুই ক্রিকেটার তনুশ্রী সরকার ও ধারা গুর্জর দলে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে 'এ' দল তিনটি করে টি-২০ এবং একদিনের ম্যাচ ও একটি চার দিনের ম্যাচ খেলবে।

মাঠে কিয়ান, জর্জের সামনে মোহনবাগান

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে কিয়ান নাসিরি, দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট, গ্লেন মার্টিন্সকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোহনবাগান। পুরনো ক্লাবে ফেরার পর কিয়ান বৃহস্পতিবার সবুজ-মেরুনের অনুশীলন যোগ দেন। আগের দিন মোহনবাগানের প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছিলেন গত মরশুমে আইএসএলে নজরকাড়া বাঙালি ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাস। শুক্রবার কলকাতা লিগে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মোহনবাগান। এই ম্যাচে অবশ্য কিয়ান ও দীপেন্দুর খেলার সম্ভাবনা নেই। আরও ভালভাবে কয়েকদিন প্রস্তুতি সেরে এর পরের ম্যাচ থেকে হয়তো খেলতে পারবেন কিয়ানরা।

প্রথম ম্যাচে হারের পর টানা দু'টি ম্যাচে বড় জয় মোহনবাগান টিমের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ম্যাচের আগের দিন নিউ টাউনে ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে প্রস্তুতি সারে মোহনবাগান। হেড কোচ ডেগি কার্ডোজো কোচিং লাইসেন্স পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত থাকায় এদিন অনুশীলনে থাকতে পারেননি। তবে শুক্রবার লিগের ম্যাচে ডাগ আউটে থাকবেন ডেগি। জর্জের অভিজ্ঞ ফুটবলারের সংখ্যা বেশি। তাই প্রতিপক্ষ নিয়ে সতর্ক মোহনবাগান। তার উপর আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় দাপুটে উইঙ্গার সালাউদ্দিনকে পাবে না দল। চোটের কারণে নেই মিডফিল্ডার মিংমা শেরপা। এই দুই ফুটবলারের পরিবর্ত হিসেবে কাদের খেলান কোচ, সেটাই দেখার। তবে তারুণ্যে ভরসা রেখেই জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ডার্বির আগে জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া মোহনবাগানের যুব দল।

ডার্বির আগে কলকাতা লিগের সূচিক্রম ঠিক রাখার জন্য আইএফএ-কে চিঠি দিয়েছিল মোহনবাগান। সেই চিঠির উত্তর এখনও পায়নি ক্লাব। পাশাপাশি মোহনবাগানের শর্ত মেনে চিঠির জবাব দেয়নি ডুরান্ড কমিটিও।

ইস্টবেঙ্গলে রামসাঙ্গা : রিয়াল কাশ্মীরের হয়ে আই লিগে খেলা মিজোরামের মিডফিল্ডার রামসাঙ্গা তাইচুংকে তিন বছরের চুক্তিতে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। রামসাঙ্গা কলকাতার ক্লাবে সই করে বলেন, ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে সই করে স্বপ্নপূরণ হল।

অনুশীলনে কিয়ান।

ফের জোড়া গোল নয়া রেকর্ড মেসির

বল নিয়ে বিপক্ষ রক্ষণ টপকে এগোচ্ছেন মেসি।

ম্যাসাচুসেটস, ১০ জুলাই : মেজর লিগ সকারে স্বপ্নের ফর্মে লিওনেল মেসি। শেষ তিনটে ম্যাচে জোড়া গোলের পর, বৃহস্পতিবার নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিরুদ্ধেও মেসির পা থেকে এসেছে জোড়া গোল। আর এই নিয়ে টানা চার ম্যাচে জোড়া গোল করে নতুন রেকর্ড গড়লেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মার্কিন লিগের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসাবে টানা চার ম্যাচে একাধিক গোল করার নজির গড়ছেন মেসি। তাঁর দল ইন্টার মায়ামিও ম্যাচটা ২-১ গোলে জিতেছে। এই নিয়ে লিগে টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত রইল মায়ামি। এর মধ্যে জয় চারটিতে, ড্র হয়েছে একটি।

ম্যাসাচুসেটসের জিলেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে বিরতির আগেই দু'টি গোল করেন মেসি। ২৭ মিনিটে প্রতিপক্ষ রক্ষণের ভুলে সুযোগে বাঁ পায়ের জোরালো শটে জাল কাঁপান তিনি। এরপর ৩৮ মিনিটে সের্জিও বুসকেটসের লম্বা থ্রু ধরে দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি। ৭৯ মিনিটে নিউ ইংল্যান্ডের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার কার্লেস গিল ব্যবধান কমালেও, দলকে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। এদিনের জোড়া গোলের পর, মেজর লিগ সকারে ১৫ ম্যাচে ১৪ গোল হয়ে গেল মেসির। শীর্ষ গোলদাতাদের তালিকায় তাঁর আগে রয়েছেন শুধু ন্যাশভিলের স্যাম সারিজ (১৬ গোল)। ম্যাচের পর মেসিকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন হাভিয়ের মাসচেরানো। ইন্টার মায়ামি কোচের বক্তব্য, আমি সব সময়ই বলে এসেছি, লিও স্পেশাল ফুটবলার। সর্বকালের সেরা। এই বয়সেও ও যে ফর্মে রয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। আমরা ভাগ্যবান যে, লিও আমাদের দলে খেলছে।

দিল্লিতে মূলপর্বে বাংলার তিন স্কুল

সুব্রত কাপ

প্রতিবেদন : শেষ হল ৬৪তম রাজ্য পর্যায়ের সুব্রত কাপ স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার কলকাতায় অনূর্ধ্ব ১৫ বালক, অনূর্ধ্ব ১৭ বালক এবং অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকা বিভাগের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তিনটি স্কুল ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দিল্লিতে ৬৪তম আন্তর্জাতিক সুব্রত কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। অনূর্ধ্ব ১৫ বালক বিভাগের ফাইনালে ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ১-০ গোলে হারায় পূর্ব বর্ধমানের কৃষ্ণদেবপুর হাইস্কুলকে। জয়সূচক গোলটি করে বুদ্ধ মুর্মু। ফাইনালের সেরা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ফাগুন মুর্মু। অনূর্ধ্ব ১৫ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন কুণাল ঘোষ।

অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকা বিভাগের ফাইনালে উত্তর দিনাজপুরের নন্দঝাড় তফসিলি বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুরের সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। নন্দঝাড় বিদ্যালয়ের লাভলি মণ্ডল সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছে।

অনূর্ধ্ব ১৭ বালক বিভাগের ফাইনালে দক্ষিণ কলকাতার চৌভাগা হাইস্কুল ২-০ গোলে হারায় ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠকে। জোড়া গোল চৌভাগার ছাত্র অভিজিৎ হালদারের। দিল্লিতে সুব্রত কাপের মূলপর্বে অংশ নেওয়ার জন্য চ্যাম্পিয়ন মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, নন্দঝাড় তফসিলি বিদ্যালয় ও চৌভাগা হাইস্কুলের কিটস, যাতায়াত-সহ সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন কুণাল ঘোষ।

মাঠে ময়দানে
11 July, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টিকিট দুর্নীতিতে গ্রেফতার হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি জগনমোহন রাও। ক্ষোভ উগরে দিলেন আজহার

হিমঘরে বাজবল, লড়াই শুধু রুটের

ইংল্যান্ড ২৫১/৪ (প্রথম দিন)

লন্ডন, ১০ জুলাই : বাজবল মানে মারো। যতক্ষণ আছো ততক্ষণ পেটাও। ব্রেন্ডন ম্যাকালামের আমদানিকৃত থিওরি এখন চাপের মুখে পিছনে হাঁটা লাগিয়েছে। লর্ডসে প্রথম দিন ইংল্যান্ড ২৫১/৪। শুভমনরাই বরং এর থেকে দ্রুত রান তোলেন। নাসের হুসেন মেনে নিলেন, ভেরি মাচ অ্যান্টি বাজবল ডে।

তবু ইংল্যান্ডের প্রাপ্তি আছে। সেটা জো রুটের ছন্দে ফেরা। রুটের রান পাওয়া আর না পাওয়ার উপর ইংল্যান্ডের অনেক কিছু নির্ভর করে। তিনি খেললে বড় রান চোখের সামনে ভাসে। রান না পেলে ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে। স্টোকসের রানও জরুরি ছিল। একদম রান পাচ্ছিলেন না ইংল্যান্ড অধিনায়ক। সেটাও হল। তিনি কিন্তু প্রিয় লর্ডসে রানের দিকে এগোচ্ছেন।

লাঞ্চ আর চায়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ২৪ ওভারে ৭০ রান তুলেছে উইকেট না হারিয়ে। তখনই ইংল্যান্ড পায়ের নিচে জমি শক্ত করে ফেলেছিল। চায়ের পর জাদেজা পোপকে (৪৪) ফিরিয়ে পরিস্থিতি সামান্য বদলান। বুমরা যখন অতঃপর ব্রুককে (১১) ফেরালেন, ইংল্যান্ডের ১৭২/৪। কিন্তু তারপর আর উইকেট পড়েনি। শেষবেলায় শুভমন নতুন বল নেন ব্রেক থ্রুর জন্য। সেটা হয়নি। রুট তাঁর ৩৭তম সেঞ্চুরির থেকে আর ১ রান দূরে থাকলেন। ৯৯ নট আউট। স্টোকস নট আউট ৩৯ রানে। ওভার পিছু ৩.০২ রান বহুচর্চিত বাজবলের সঙ্গে বেমানান।

কভার ড্রাইভ মারছেন জো রুট। বৃহস্পতিবার লর্ডসে।

নীতীশকে সকালে প্রথম ঘণ্টার পর এনেছিলেন শুভমন। বার্মিংহামে বল আর ব্যাটে ব্যর্থ হওয়ার পর বলা হচ্ছিল তাঁকে নতুন বল দিতে হবে। শুভমন নীতীশকে চতুর্দশ ওভারে নিয়ে আসেন। ডিউক বল তখনও নতুন। নীতীশ প্রথম ওভারে পরপর ফিরিয়ে দেন ডাকেট ও ক্রলিকে। ডাকেট (২৩) নীতীশকে পুল মারতে গিয়েছিলেন। ক্রলি (১৮) আউট হয়েছেন বল তাঁর গ্লাভস ছুঁয়ে ঋষভের হাতে জমা পড়ায়। ৪৩/০ থেকে নিমেষে ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৪৪/২। ঋষভ অবশ্য পরে আঙুলে লাগায় বেরিয়ে যান। তারপর কিপিং করেছেন ধ্রুব জুরেল।

লাঞ্চে আর কোনও উইকেট না হারিয়ে ইংল্যান্ড ছিল ৮৩/২। পোপ-রুট ততক্ষণে খেলা ধরে নিয়েছেন। কিন্তু ক্রলির ফের ব্যর্থতার পর তাঁর জায়গা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। মাইকেল ভন আগেই তাঁকে সবথেকে ভাগ্যবান ক্রিকেটার বলেছেন। রান নেই এই সিরিজে। এবার ভনের সঙ্গে অন্যেরাও গলা মেলালে অবাক হওয়ার নেই। ডাকেটের ব্যাপারটা আলাদা। তিনি রান করে ফেলেছেন।

একদিকে বুমরা ফিরলেন। অন্যদিকে জোফ্রা আর্চার। বলা হচ্ছে লর্ডসে বুমরা বনাম আর্চার ম্যাচ। বুমরা সকালের দু'ঘণ্টায় উইকেট পাননি। বিশেষ রানও দেননি। ইংল্যান্ড তাঁকে সামলে খেলার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। তবে উইকেটে ঘাস নিয়ে যে এত কথা হল, সেসব ইংল্যান্ড ব্যাটারদের জন্য সমস্যা তৈরি করেনি। বল লর্ডসে প্রথম ঘণ্টায় যেমন মুভ করে, সেটাই করেছে। পরে সহজ হয়ে যায়।

স্টোকস টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। সিরিজে এই প্রথম। কিন্তু ১৪ ওভারের মধ্যে দুটি উইকেট চলে যাওয়ায় এটা স্পষ্ট, তাঁদের শুরু ভাল হয়নি। শুভমনের জন্য টস সমস্যা করেনি। তিনি টসে হেরে বলছিলেন, আমি একটু দোটানায় ছিলাম জিতলে বল করব না ব্যাট, এটা ভেবে। তবে হয়তো বলই করতাম। এদিন প্রত্যাশিতভাবেই প্রসিধ কৃষ্ণর জায়গায় দলে এলেন বুমরা। ইংল্যান্ড আগেই আর্চারকে নিয়ে এসেছিল। অ্যাটকিনসন দলে ফিরলেও তাঁকে প্রথম এগারোতে রাখা হয়নি।

ইংল্যান্ডে প্রথম টি-২০ সিরিজ জয় ভারতের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমবার টি-২০ সিরিজ জিতল ভারতীয় মহিলা দল। তাও আবার ইংল্যান্ডের মাটিতে! ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ ৬ উইকেটে জেতার সুবাদে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে আপাতত ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে হরমনপ্রীত কৌররা। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচ। যা এখন নেহাতই নিয়মরক্ষার। এই ঐতিহাসিক জয় বড় ভূমিকা পালন করলেন ভারতীয় স্পিনাররা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রানেই আটকে যায় ইংল্যান্ড। রাধা যাদব ও শ্রী চারানি দু'টি করে উইকেট পান। একটি উইকেট নেন দীপ্তি শর্মা। ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান ট্যামি বিউমন্টের। তিনি ১৯ বলে ২০ করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৭ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৩১ বলে ৩২) ও শেফালি ভার্মা (১৯ বলে ৩১) ওপেনিং জুটিতেই ৫৬ রান যোগ করেছিলেন। জেমাইমা রডরিগেজ ২২ বলে ২৪ করে নট আউট থাকেন। অধিনায়ক হরমনপ্রীত করেন ২৫ বলে ২৬। ৪ বলে অপরাজিত ৭ রান রিচা ঘোষের। ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর হরমনপ্রীত বলেছেন, অবশেষে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জিতলাম। আমরা গর্বিত। পুরো সিরিজেই আমরা ভাল খেলেছি। ইংল্যান্ডে আসার আগে জাতীয় শিবিরে প্রত্যেকে প্রচুর খেটেছি। ডব্লুপিএলের অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে।

লর্ডসে ঘণ্টা বাজিয়ে শুরু করলেন খেলা

নেতৃত্ব শুভমনের ব্যাটে প্রভাব ফেলেনি : শচীন

লন্ডন, ১০ জুলাই : ঐতিহাসিক লর্ডসে সম্মানিত শচীন তেন্ডুলকর। বৃহস্পতিবার ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট শুরুর ঘণ্টা বাজালেন মাস্টার-ব্লাস্টার। লর্ডসে এই প্রথা শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালে। কোনও বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্বদেরই সাধারণত এর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

চলতি টেস্ট সিরিজে শুভমন গিলের নেতৃত্ব এবং ব্যাটিং নিয়েও মুখ খুলেছেন শচীন। তিনি বলেন, খুব ভাল অধিনায়কত্ব করছে শুভমন। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, দলের বাকিরাও ওর নেতৃত্বে দারুণভাবে সাড়া দিচ্ছে। ওকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তের তারিফ করতেই হচ্ছে।

শচীন আরও বলেছেন, নেতৃত্ব ওর ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলেনি। যখন একজন অধিনায়ক ভাল ফর্মে থাকে, তার ইতিবাচক প্রভাব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মানসিকভাবে সঠিক জায়গায় থাকাটা খুব জরুরি। শুভমন এই সিরিজে অসাধারণ ব্যাট করছে। বিপক্ষ দল একজন ব্যাটারের দুর্বল জায়গা খুঁজবেই। কিন্তু এই মুহূর্তে শুভমন অবিশ্বাস্য ফর্মে রয়েছে। যা ওকে স্পেশাল করে তুলেছে।

প্রথা মেনে লর্ডসে ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরু করলেন শচীন। বৃহস্পতিবার।

এদিকে, এদিন আরও একটি বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে শচীনকে। লর্ডসে অবস্থিত এমসিসি-র সংগ্রহশালায় উন্মোচিত হয়েছে তাঁর পোর্ট্রেট। উন্মোচন করেন শচীন নিজেই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমসিসির প্রাক্তন সভাপতি মার্ক নিকোলাস। ছিলেন শচীনের স্ত্রী অঞ্জলিও। শিল্পী স্টুয়ার্ট পিয়ারসন রাইটের আঁকা এই প্রতিকৃতি আগামী কয়েকটা মাস থাকবে এই সংগ্রহশালায়। তারপর পাকাপাকিভাবে রাখা হবে লর্ডসের বিখ্যাত প্যাভিলিয়নে।

এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত শচীন। তিনি বলেন, এটা আমার কাছে বিরাট বড় সম্মান। ১৯৮৩ সালে এই মাঠেই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। তখন থেকেই লর্ডস নামটার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেদিন কপিল দেবের হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ওই ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমাকে দেশের হয়ে খেলার প্রেরণা জুগিয়েছিল।

এশিয়া কাপ নিয়ে নতুন জটিলতা

মুম্বই, ১০ জুলাই : এশিয়া কাপের খসড়া সূচি তৈরি হলেও নতুন করে টুর্নামেন্ট নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এশিয়া কাপের ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে ২৫ ও ২৬ জুলাইয়ের বৈঠকে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান পাকিস্তানের মহসিন নাকভি দু'দিনের বৈঠক ডেকেছেন ঢাকায়। কিন্তু এই মিটিংয়ের ভেনু নিয়েই এসিসি-র সঙ্গে সংঘাতে ভারতীয় বোর্ড। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, বিসিসিআই এই বৈঠকের ভেনু পরিবর্তন করার জন্য এসিসি-কে চিঠি দিয়েছে। ঢাকায় গিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে নারাজ ভারতীয় বোর্ড। সিদ্ধান্ত না বদলালে এশিয়া কাপে না খেলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ভারত।

সূত্রের খবর, বিসিসিআই সরকারিভাবে এসিসি-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, এশিয়া কাপ নিয়ে দু'দিনের বৈঠক কোনও নিরপেক্ষ কেন্দ্রে করতে। প্রয়োজনে টুর্নামেন্টের সম্ভাব্য ভেনু দুবাই বা শারজাতেও বৈঠক করা যেতে পারে। এমনিতেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের জেরে সে দেশের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়। নিরাপত্তার কারণেই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমিত ওভারের সিরিজ আগামী বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় ঢাকায় গিয়ে মিটিংয়ে বসতে রাজি নয় বিসিসিআই। বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, আমিরশাহিতে এশিয়া কাপ আয়োজন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল পহেলগাঁও হামলার আগেই। তারপর পরিস্থিতি বদলেছে। এখন সরকার আমাদের যা বলবে সেটাই করব।